মলয়া
বা
ভাব সঙ্গীত

দ্বিতীয় খণ্ড

পূজাৎ কোটী ফলং স্তোত্রং, স্তোত্রাৎ কোটী ফলোজপঃ।
জপাৎ কোটী ফলং গানং, গানাৎ পর তরং নহি।

সত্যমেব জয়তে।

দিবানিশি চয়,
তাঁর ভাবে থাকতে হয়
যদি দয়া হয়, কোন কালে।
নৈলে পাওয়া ভার,
লড়ালড়ি সার,
করঙ্গধারী এক বাউল বলে।

—মনোমোহন

আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
একবিংশতিতম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা শিবপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিধর **ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন গুণাকর** কর্তৃক তানলয়ে গ্রথিত।

মলয়া
সৌদামিনী দত্ত-এর তিরোভাব দিবস স্মরণ সংস্করণ

প্রকাশকাল
একবিংশতিতম সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
জুন ২০১২

প্রকাশক
বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রচ্ছদ

শব্দ অলংকরণ
জয় কম্পিউটার (ফনি ভূষণ দেবনাথ)
২৬২/ক, ফকিরাপুল (২য় তলা), (বাগিচা) ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২-৭১৯১৯১২, ০১১৯৯-০৯৪১৩১
E-mail : joy95fani@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা
তিন হাজার
মূল্য :
একশত টাকা মাত্র

MALAYA (Some mystic songs) by Monomohan Datta Published by Bilwa Bhushan Datta, Ananda Ashram, Satmora, Brahmanbaria, Price : One Hundred Taka only.

ISBN-984-781-0000-00000

উ ৎ স র্গ প ত্র

হৃদি দরপণে ; আলো ছায়া যাঁর,
চকিতে ভাসিয়া উঠে।
যাঁহার স্মরণে আঁধার পরাণে,
হাসিয়া আলোক ফুটে।
যাঁর করুণার, কণিকা পাইয়া,
ফুটিয়াছে প্রাণ কলি–
উদাসিয়া চিতে, যাঁর প্রেম মধু
পিয়িতে ভকতি অলি–
ছুটাছুটি করে, তাঁরি জবা রাঙ্গা–
– শ্রীপদ যুগল তলে।
কুড়ায়ে কুড়ায়ে, পাঁপ্ড়ি ছিঁড়া এই
ক'টা ফুল দিনু ঢেলে।

ভূমিকা

১০ই মাঘ ১২৮৪ বাংলায় সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে যিনি মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করিয়াছিলেন আজ আমরা তাঁহাকে মহর্ষি মনোমোহন বলিয়া ডাকি। ঢাকা সোনারগাঁও হইতে তাঁহার পূর্বতন চৌদ্দতম পুরুষ সাতমোড়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পদ্মনাথ দত্ত পরম ধার্মিক লোক ছিলেন। যিনি মৃত্যুর সংবাদ পূর্বেই অবগত ছিলেন। ১৩০৭ বাংলার পৌষ সংক্রান্তির দিনে মৃত্যুর মূহুর্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহনকে জগতের কল্যাণের যোগে আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। এই মনোমোহন ঐতিহাসিক সাক্ষীর মাঝে মনোমোহন।

তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম শক্তি সর্বত্র বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহার প্রমাণ আজ হইতে ৮২ বৎসর পূর্বেতিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। অথচ আজকের মত দিনেও অনেক অনেক ভক্ত জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে আদিষ্ট হইয়া মহর্ষি মনোমোহনের সাধন ভূমি, আনন্দ আশ্রম প্রাঙ্গণে বিল্বমূলে ও সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আগমন করিয়া থাকেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে তিনি গনডির অতীত ছিলেন।

পৃথিবীর সকল অবতারগণ এক একটি নির্জিব সত্যকে সজীব সত্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আনন্দ মহারাজ দয়াময় নামটিকে সাধনার দ্বারা সজীব সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। আর তাঁহার উত্তরসুরী মহর্ষি মনোমোহন হাতের কাছে পাইয়া দয়াময় নামের আদর্শ সাধারণে পরিবেশন করিয়া দিলেন। এই কাজ কেমন কঠিন ? 'সত্য যে কঠিন।'

সকল নামের যোগ দয়াময় নাম মূল ভিত্তি করিয়া মহর্ষির সকল রচনাবলীর প্রকাশ। মলয়া মহর্ষির একক সৃষ্টি, একেরেই ভাবের অভিব্যক্তি। মহর্ষির গ্রন্থাবলীর মধ্যে মলয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ যথা– পাথেয়, পথিক, ময়না, যোগ-প্রণালী, প্রেম পারিজাত, প্রীতিকদম্ব, উপাসনা প্রণালী, খনি ও লীলা রহস্য বা (আত্ম জীবনী) পাঠক হৃদয়ে কৌতুহলের সৃষ্টি করে। মলয়ায় মহর্ষির সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিহিত। এই গ্রন্থের সাথে যেন তাঁহার দাহ্য দাহিকা সম্পর্ক। এই গ্রন্থে অন্য কোন ব্যক্তিত্ব বা

শরীক নাই। মলয়ায় স্রষ্টার প্রশস্তি, আত্ম-নিবেদন সন্নিবেশিত হইয়াছে। আত্মানুসন্ধানী এই গ্রন্থেরর গান গাহিয়া আত্মাকে জানার পথ খুঁজিয়া পায়। এই গ্রন্থে জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা আর্ত্তের আত্তি সকলেরই জিজ্ঞাসার উত্তর ইহার মধ্যে নিহিত আছে। মহর্ষির গুরুদেব আনন্দ মহারাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মলয়ার এই হৃদয়গ্রাহী গানগুলি রচিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত যেমন পৃথিবীর বুকে ২/৩ জনে সলা পরামর্শ করিয়া গান কবিতা রচিত হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, মহর্ষি মনোমোহনের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন গুণাকর আফতাব উদ্দিন খাঁন, সুদীর্ঘকাল এই মহান ফকির গুরুদেবের সাথে সাথে থাকিয়া জীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। মলয়ায় তাহার সুর যোজনা চির স্মরণীয়। মলয়ায় গুণাকর আফতাব উদ্দিনের সুর যোজনা ইহার জনপ্রিয়তাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। এই মহান ফকির সাধক বিধায় সঙ্গীত সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁন তাহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার নিকট শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেন।

সাতমোড়া আনন্দ আশ্রম প্রাঙ্গণে এখনও বিদ্যমান বেল বৃক্ষের মূলে বসিয়া সাধক মনোমোহন দয়াময় নাম প্রচারের সাধনায় রত ছিলেন– এই কথা দ্বিজদাস তাঁহার গানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

একদা গুণাকর আফতাব উদ্দিনের কণ্ঠে মহর্ষি মনোমোহনের রচিত একটি গান শ্রবণ করিয়া কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন– "এই গান রচয়িতা আত্মাকে জানিয়াছে।" গানটির প্রথম কলি 'মন মাঝে যেন কার ডাক শুনা যায়।'

অধুনা বাংলাদেশের গণমানষের কবি আসাদ চৌধুরী, মহর্ষি মনোমোহন আদর্শের অনুরাগী, মলয়ার প্রিয় পাঠক ১০ই মাঘ মহর্ষির জন্মোৎসবে আলোচনা সভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, মহর্ষির রচনাবলীর কোনও দিন বিলুপ্তি ঘটিবে না।

মহাত্মা গান্ধীর গীতা প্রবেশিকা গ্রন্থে প্রস্তাবনা অধ্যায়ে একটি উদ্ধৃতির সাথে মলয়ার একটি গানের হুবহু মিল দেখা যায়।

"আমি খোদা নহি, কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আমি পৃথকও নহি।"

– গীতা প্রবেশিকা প্রস্তাবনা

৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"আদম খোদা মইত কহজি,
নুরছে আদম বানায়া একদম জুদা নেহি।"

মহর্ষি মনোমোহনের মলয়া গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মহর্ষি মনোমোহন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন– এতটুকই তাহার ব্যবহারিক বিদ্যা। তিনি অতিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ তিনি জগতে মানুষের নিকট পরম মানুষ বলিয়া সমাদৃত।

মহর্ষিকে শক্তিমান বলিয়া আখ্যায়িত করিলে প্রয়োজন কতিপয় পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর অবতারণা। একদা কালীকচ্ছ আনন্দধামে সিদ্ধি কোঠায় বসিয়া তাঁহার গুরুদেব মহর্ষিকে ডাকিয়া আনিয়া হস্ত চাপিয়া ধরিতেই গুরুশিষ্য উভয়ে শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেলেন। এই যেন শক্তি সঞ্চারের অধ্যায় শুরু হইল।

১৩১৩ বাংলায় শ্রীরামপুরে মহর্ষিকে বিষ প্রয়োগ করিলে– কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তখনকার সময়েই তিনি বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, "এই বিষ প্রয়োগে তোমার দেহান্তর ঘটিবে না।" "তবে ১৩১৬ বাংলার ২০শে আশ্বিন তোমার মৃত্যু ঘটিবে" এই বিষ প্রয়োগের সংবাদ জানানোর জন্য মাইজভাণ্ডার শরীফ মৌলানা আহাম্মদ উল্লা সাহেবের নিকট মহর্ষির খুড়া মহাশয় বসন্ত কুমার দত্তকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। পত্র বাহক বসন্ত কুমার দত্ত মৌলানা সাহেবের সমীপে কিছু বলার আগেই তিনি বলিয়া ছিলেন, "মনোমোহনের দেহ যোগে দেহ, এই বিষ প্রয়োগে তাঁহার দেহান্তর ঘটিবে না।" আরো বলিলেন, "মনোমোহনের বিষয় হইবে না।"

সিদ্ধি কোঠায় বসিয়া মহর্ষির উপর শক্তি সঞ্চারের বহিঃপ্রকশ মলয়ায়। যেমন–

"দয়াময় নাম মহামন্ত্র গুরু দিলেন আমার কানে,
যেন কত শান্তি সুধা রাশি বিতরিল তপ্ত প্রাণে।"

মলয়া ১ম খণ্ড– পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন দৃষ্ট হইতেছে কালিকচ্ছ আনন্দধাম ও সাতমোড়া আনন্দ আশ্রম যৌথভাবে "দয়াময়" নাম তথা সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রটিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতে শুরু করিয়াছেন। এই দুই দুই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের মূলে যেই দুই ব্যক্তির অবদান, তাহা দয়াময় নাম অনুসারিরা চিরদিন শ্রদ্ধার

সহিত স্মরণ করিবে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হইলেন সাধন প্রবর ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় সাতমোড়া আনন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াই কিছু কাল পর মহর্ষি মনোমোহন দত্ত– ৩১ বৎসর ৮ মাস বয়সে দেহরক্ষা করেন। আর তাঁহার সহধর্ম্মিনী সাধ্বী সৌদামিনী দত্ত স্বামীর অন্তর্ধানের পরও ৫৪ বৎসর স্বামী প্রতিষ্ঠিত আশ্রমকে সেবা করিয়া তথা দয়াময় নাম প্রচারের স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখিয়া ১৩৭০ বাংলায় ২৩শে আষাঢ় প্রয়ানে– দিব্যধামে গেলেন।

আমরা উত্তরসুরীগণ দুর্ভাগা, মহর্ষি মনোমোহন এই জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ অতি অল্প বয়সে লোকান্তরিত হইলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল এই দয়াময় নাম প্রচারে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। স্মৃতি রক্ষার্থে অধুনা মহর্ষির একমাত্র পুত্র স্বামী সুধীর চন্দ্র দত্ত এই দয়াময় নাম প্রচারেও স্থূল উন্নয়ন নির্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কালীকচ্ছ আনন্দধাম সংস্কার তথা শ্রীআনন্দ জয়দুর্গা সমাধি মন্দির নির্মাণ ও সাধক প্রবর ডাক্তার মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সমাধি মন্দির নির্মাণ– এই নাম প্রচারের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সৃষ্টি করিলেন। উত্তর কালে এই দয়াময় নাম মানুষের মানসে কি ফল প্রতিফলিত হয় তাহা কে জানে। শ্রীমৎ স্বামী সুধীর চন্দ্র দত্তের অনুপ্রেরণায় তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর প্রচেষ্টায় সাতমোড়া আনন্দ আশ্রমে নানাবিধ যাত্রীশালা গড়িয়া উঠিয়াছে।

কালীকচ্ছ আনন্দ জয়দুর্গা সমাধি মন্দির অনুরূপ সাতমোড়া মনোমোহন সৌদামিনী সমাধি মন্দির এই দুই মহাপুরুষের যৌথ আদর্শের পরিচয় বহন করিতেছে।

শাস্ত্রোক্ত দৃশ্যমান সাধনার চারিটি পদ্ধতি মানুষের সৃষ্ট পদ্ধতি। মানুষের সৃষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালও আছে বটে। তারপর ? তারপর মহান তাঁহার পথে পথচারীকে টানিয়া কাছে লয়। মহাপুরুষ যখন পৃথিবীতে আসেন তখন কালোপযোগী পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া যান। এই উপকারই তাঁহারা আমাদের করিয়া যান। দয়াময় নাম আনন্দ মহারাজ কর্তৃক সঞ্জিবিত, মহর্ষি মনোমোহন দ্বারা মলয়ায় পরিবেশিত।

মলয়া নামের ব্যাখ্যা ঃ

গানের সকল বীর্যশক্তিকে যে ধারণ করিয়া রাখে সে-ই মলয়া। সকল সুরের মিলন এক সুরে লীন–সে-ই তো মলয়া। সকল তালের তাল যেখানে– শুধু তাল-মহাতাল এই তো মলয়া। লয়ের ঢেউ-এ ঢেউ-এ স্রোতবেগে–চলমান শক্তিই মলয়া। সুর যোজনায় স্বর্গের নর্ত্তকীরা নৃত্য করে,– তার গতিবেগ আমেজ, আনন্দ সাগরের ঢেউ, তাঁহাকে লক্ষ্যমূলে যে নিয়ে চলে– পিছনে মলয়া। এই মুখর আনন্দ যখন নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া থাকে, নির্ব্বাকে ঐ মলয়া। পবনের সকল প্রকার গতিবেগ, নিয়ন্ত্রণে– ব্যাপৃত মলয়া। গানের আগে পাছে মধ্যিখানে যিনি বিদ্যমান, চৈতন্যাত্মক ঐ মলয়া। সকল ঋতুর ঘুর্ণ্যমানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সহাবস্থানে তার পিছনে ধীরে ধীরে মলয়া। সকল কিছুর ব্যষ্টি সত্তায় মলয়া। সকল কালে, সকল দেশে, দেশে দেশে ইতিহাসের শেষ যেখানে– মলয়া।

মলয়ায় জৈবিক দেহের কোনও আঁচ নাই, শুধু তৎ পদার্থ স্বতঃ স্বপ্রকাশ, আপনি আপন উদিয়ামান।

এতক্ষণ, মলয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে যে প্রগলভতা করিয়াছি, ইহার জন্য সকলের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তবে আমি কিছুটা নির্ভয় আমার গুরুদেব শ্রীমৎ সুধীর চন্দ্র দত্ত আমাকে অযোগ্য জানিয়াও এই কঠিন কাজের আদেশ দিলেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, প্রেমে তিনি আমার ত্রুটি দেখিয়াও দেখিবেন না।

ইতি–
সুবোধ চন্দ্র মোড়ল
– সেবক
আনন্দ আশ্রম,
সাতমোড়া।

আমার নিবেদন

নিবেদনে-নিবেদন। এই গ্রন্থ রচয়িতার সবগুলি গান-ই স্রষ্টার উদ্দেশে নিবেদিত। আমারও নিবেদন পরমের চরণে তথা মলয়া ও রচয়িতার সদনে। সবশেষেও যে সত্তা থাকে সেই সত্তার সাথে রচয়িতার সংযোগ সত্তাকে করি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন।

এই গ্রন্থ রচয়িতার কবিত্ব, অধ্যাত্ম চেতনা এতই প্রখর ছিল যে, তিনি মুক্তারী পরীক্ষার খাতায় আইনের বিবরণ না লিখিয়া– লিখিয়া দিয়া দিলেন কয়েকটি গান। অসংসারি ভাব মহর্ষি মনোমোহনকে ভাবের অতল তলে নিয়া গিয়াছিল। মলয়ায় তিনি স্রষ্টার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ধর্মে সমন্বয় ভাবনার ভাবে ছবি অংকন করিয়াছিলেন।

সমন্বয়মুখীন দৃষ্টিভঙ্গিতে মলয়ার কবি পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সাধনার পদ্ধতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি অতিন্দ্রীয়বাদী ছিলেন।

এই গ্রন্থ দ্রুত মুদ্রণের জন্য ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে। ইহার জন্য আমি পাঠক পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

ইতি

১০ মাঘ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

শ্রী সুধীর চন্দ্র দত্ত

সূচিপত্র

গাঁথা

(১)

নানা মত নানা পথ, বিভিন্ন স্বভাব,
মানব হৃদয় ভরা, অসংখ্য অভাব,
সকলের মূলে সত্য, নিত্য এক ভাব,
যাঁহারে পাইলে হয়, নিত্যানন্দ লাভ।

(২)

নাহি তাতে ভেদাভেদ অহিংসা অভেদ,
কোরাণ পুরাণ আদি, বাইবেল কি বেদ,
সবে ফুঁকারিয়া কয়, ভাব অবিচ্ছেদ,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়, রবে না বিচ্ছেদ।

(৩)

কোলাহল, কোলাহল, শুধু হলাহল,
অমৃত কররে পান, ছাড়িয়া গরল,
বুঝ নিত্য ভাব সত্য, হইয়া সরল,
পরমাত্মা, পরব্রহ্ম আত্মাই কেবল।

(৪)

অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপী, চিদানন্দরয়,
যাঁহারে পাইলে প্রাণে, নিত্যানন্দ হয়,
ভাব সে আনন্দ পদ, মানব নিচয়
আনন্দ বদনে বল "জয় দয়াময়।" ১ ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম সংগীত

রাগিণী খাম্বাজ–তাল কাওয়ালী।

ছাড়িয়ে ধর্ম্ম বিবাদ
সাধরে কল্যাণ।
সকলে মিলিয়া কর,
দয়াময় নাম গান।
শিব, কালী, কৃষ্ণ, নাম,
আল্লা রাধা যত নাম,
দয়াই আরাধ্য কাম
ভব রোগে হতে ত্রাণ।
যে নামে যাহার তৃপ্তি
দয়াময় নামে প্রীতি,
সাধরে সাধ সম্প্রতি,
মিলিবে কার্য্য আরাম।
একেরই বিভূতি যত ;
জেনে লও সিদ্ধি ব্রত,
হইবে পুরণ কাম। ২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ–তাল মধ্যমান।

দয়া আমার মা জননী,
দয়াময় বাবা।
কাজ কি আমার বহুরূপে,
কাজ কি অন্য দেবী দেবা।

পিতামাতা সত্য গুরু,
জ্ঞানদাতা কল্পতরু,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাই তারি মাঝে,
নিশিদিবা।
হৃদি আলোকিত রূপে,
মজ মন সুধাকূপে ;
একরূপে আন্তময় জেনে কর
গুরু সেবা।
অনন্তের মধ্যে বিন্দু,
হৃদাকাশে গুরু ইন্দু,
আকর্ষিয়ে প্রেমসিন্ধু মন্থনে
পূর্ণ প্রতিভা। ৩ ৷৷

বাউলের সুর।

ওরে মন মাঝিরে—
লাগাও তরী শ্রীগুরুর ঘাটে।
যদি সুখে র'বি, সুখ পাইবি, পাড় হ'বি ভব সঙ্কটে।
ঘাটে আছে এক বাজার, সাধু সঙ্গ নাম তার,
কত হীরে মাণিক বিনামূল্যে, বিকাইছে সেই হাটে।
হাল দিয়া কাণ্ডারীর হাতে, দাঁড় টান ভাই বসে বসে,
ভাব বুঝে সে দিবে শলা, যখন যেমন খাটে।
ভয় ক'রোনা ঝড় তুফানে, চালাও তরী প্রাণপণে,
দেখবে তরী নামের গুণে, আপনি লাগাবে ঘাটে। ৪ ৷৷

রাগিণী বারোয়া – তাল কাওয়ালী।

বসিয়াছি তব দ্বারে,
কোথাও যাব না ফিরে।
ভাল মন্দ যাহা দাও,
নিব অবনত শিরে।
বিশ্ব রাজ্যে তুমি রাজা,
আমি দীনহীন প্রজা,
পড়ে আছি এক কোণে,
একখানা কুঁড়ে ঘরে।
একচ্ছত্র অধিকার,
সংসারে শুধু তোমার,
লঙ্ঘিবারে সাধ্যকার,
তব আজ্ঞা জোর করে।
যখন যা ঘটে,
সাধ্য কি যে যাব কেটে,
তাই বসেছি অকপটে,
মৃক্ত হস্তে তব দ্বারে।
করাও যদি করব হেসে
না করাও তো রব বসে,
উপবাসী রাখলে রব,
দিলে খাব পেট ভরে,
মনোমোহন কয় তবেই হবে,
গুরু যদি কৃপা করে। ৫ ৷৷

রাগিণী পিলু – তাল ষৎ

পথ দেখায়ে দাও আমারে
কেমনে যাব তোমার কাছে।
তুমি নইলে কে দেখাবে,
তোমার মতন আর কে আছে।
ছিলাম আমি তোমার কোলে, খেলাতে দিয়েছ ঠেলে,
খেলায় ভুলে পথ ভুলেছি, অন্ধকার ঘেরিছে পাছে।
দৌড়াদৌড়ি করে সরে পড়ে গেছি অনেক দূরে,
এখন আবার তোমার ধারে, যেতে প্রাণ কেঁদে উঠেছে।
পথ দেখিনা কেমন করে, যেতে বল তোমার দ্বারে,
আমার পথে একা আমি, যার যার পথে সব চলেছে।
পথ ভ্রান্ত পান্থ আমি, অভ্রান্ত নাবিক তুমি,
সকাল সকাল দেওনা বেয়ে, বেলা ত বাড়িয়া গেছে।
পথেয় যা ছিল সঙ্গে, খরচ করে নানা রঙ্গে
আতঙ্কে মরি তরঙ্গে, ওপার যাওয়া দায় হয়েছে।
প্রভু আমার দয়া করে, অনুকূল বাতাসের জোরে,
টেনে লওহে তোমার দ্বারে মনোমোহন নইলে ঠেকেছে।
শুনেছি আমি লোকের মুখে তোমার নামে কেউনা ঠেকে,
যত পাপী তাপী পাড় করিতে, তোমায় তারা দেখেছে।
পথ হারা হয়ে পথে, পাড়িয়ে ঘোর বিপদে,
শুন্‌ছি আমি দিয়েছ পথ, যে তোমায় একবার ডেকেছে। ৬ ॥

রাগিণী ঝিঝিট – তাল ঠুংরী।

কি চিন্তা করবে মন, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাক।
গুরু ব্রহ্ম জগৎ জোড়া, প্রাণ ভরিয়া তারে ডাক।

আছে হৃদয় মধ্যে বিন্দু, আকর্ষিয়ে প্রেমসিন্ধু,
চিদাকাশে ফুটায় ইন্দু, নয়ন ভরিয়া দেখ।
করে আত্মসমর্পণ, ভাল মন্দ কর বর্জন,
যা করে তিনি যথন, তাতেই আনন্দ রাখ।
সিদ্ধাসিদ্ধ এক করি, বসিয়া দিবা শর্ব্বরী,
দেহ প্রাণ উৎসর্গ করি, পদধূলি গায়ে মাখ।
তাহারে নির্ভর কর, অলীক বিষয় তুচ্ছ কর।
হৃদয়ে হৃদয় ধর, তা বিনে সকলি ফাঁক। ৭ ॥

রাগিণী ঝিঝিট – তাল কাওয়ালী।

গুরু-পদ তরী সাজাইয়া,
চল ভাসায়ে দেই প্রীতি সমীরে।
চিন্তা তরঙ্গে–
নাচিয়া নাচিয়া যাইবে ছুটিয়া কূলের ধারে।
আগু পাছু হয়ে কাজ কিছু নাই,
যাবে যদি পারে ত্বরা কর ভাই,
দৌড়াদৌড়ি করে –
তরী বস চড়ে, ভয় কিছু নাই আনন্দ অন্তরে।
কর্ণধার হরি আপনি সাজিয়া,
পার করে নিছে ডাকিয়া ডাকিয়া,
কেনরে বসিয়া –
চলরে ছুটিয়া, ধর যেয়ে তরী আকুল অন্তরে।
পাড়ি বহুদূর যেতে ভব পাড়ে,
মেলা কর সবে সত্বরে সত্বরে,
নৈলে পড়ে ফেরে –
ঘুরতে হবে তোর, কি কাজ ঘুরিয়া চল ত্বরা করে। ৮ ॥

শ্যামা-সঙ্গীত

রাগিণী পূরবী – তাল আড়াঠেকা।

বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
আমায় ডেকে নে মা কোলে,
এমন সময় বল দেখি মা
কে কার ছেলে থাকে ভুলে।
খেলতে দিলে হল খেলা,
খেলার নেশায় গেল বেলা,
হাত বাড়ায়ে আছি বসে কোলে যাবার সময় বলে।
সারাদিন পথে পথে,
খেলেছি তাদের সাথে,
ধূলা রাশি লেগেছে গায় ঝেড়ে নে-মা আঁচলে।
খেলত যারা সঙ্গে জুটে,
যে যার মায়ের কোলে উঠে,
গেল তারা-পথ হারা আমি কাঁন্দি মা মা বলে। ৯ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল ঝাঁপ।

ত্বং নমামি সিদ্ধি বিঘা আরাধ্যা ভুবনেশ্বরী।
বরাভয় যুগ ম কর রত্ন সিংহাসনোপরি ;
প্রকৃতি আকৃতি তব, অযোনি প্রেম সম্ভব,
কি আছে চরণে দিব, ত্রিভুবনে না হেরি।
যখনে যা দিতে মনে, মনে করি সঙ্গোপনে ;
তখনি কে বলে কানে সেও রূপ তোমারি।
সাধ হয়েছে অন্তরেতে, ভবনদী পাড় হইতে,

তুমি নাকি সে নদীতে খেয়াঘাটে দাও পাড়ি।
তা জেনে আকুল চিতে সব ভুলে এ প্রভাতে,
নীরবে মুগ্ধ হয়ে তব আরাধনা করি। ১০ ॥

রাগিণী সাহানা – তাল ধামাল

এস মা গো হাস্যময়ী হাস্য কর একবার।
দূর হয়ে যাক রোগ শোক জন্ম মৃত্যু দুর্নিবার।
তুমি মা হাসিবে যবে, মাতিয়া নূতন ভাবে,
খেলিবে এক শুভ্র জ্যোতি থাকবে না অন্ধকার !
কালবর্ণ পেয়ে জ্যোতি ভেদ রবে না দিবারাতি,
যত দেব নরে প্রভেদ ছেড়ে করিবে বিহার।
পূরিবে মনের আশা, সিদ্ধ হবে ভালবাসা,
বিমান ক্ষিতি সহযোগে, প্রেমরাজ্য সুবিস্তারে। ১১ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল আড়াঠেকা।

করিব তোমার পূজা বাসনা অন্তরে।
মন প্রাণ লয়ে মাগো ডাকিব কাতরে।
দিব ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি হাতে হাতে করতালি,
বিশ্বাস চন্দন গন্ধ মাখিব আদরে।
প্রেম বিল্ব পত্র দলে পূজিব গো কুতুহলে,
জপিব অজপা যোগে নাম প্রাণভরে।
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, ইচ্ছাতেই ইচ্ছি আমি,
তোষ মা ! মনোমোহনে ইচ্ছাপূর্ণ করে। ১২ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

মুছে দে মা
মনের কালি।
কালী বলে কুতূহলে দেই মা আমি করতালি।
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কালি
উপাসনা করি কালী,
মন কামনায় ঠেলা ঠেলি
তাইত যায় না তালিবালি।
দেখছি জমির কালি করে
সকল জমিন আছ জুড়ে,
তবে কেন পাই না তোরে
কোথায় মা লুকায়ে রইলি।
ভজন পূজন ভক্তি ছাড়া
তোমার পূঁজা হয়নি তারা,
না জেনে মা শক্তিহারা
নয়ন ধারা কেবল ঢালি।
মনোমোহন তোর কোলের ছেলে।
কালের কোলে দিস্‌না ফেলে,
কোল থেকে রাখ চরণ তলে
কুতূহলে মা মা বলি। ১৩ ॥

রাগিণী কাফি – একতালা।

মন ঘুড়ির দড়িটা তুই লয়ে মা আপন হাতে।
উড়াইতেছিস হৃদাকেশে বাসনা হাওয়াতে।
বাতাসে চার ডোর ছিড়িয়া, লয়ে যেতে উড়াইয়া,

সাধ্য কি নেয় হাত ছাড়াইয়া ঘুরে আফশোষেতে।
যেমনি ঘুরাও তেমনি ঘুরি তবু বল আমি করি,
হায়রে হায় মরি মরি ! কি আশ্চর্য্য ইহা হতে।
নেপথ্যে তোমার হস্ত না দেখে হই এত ব্যস্ত,
সনোরে কর মা সুস্থ স্থান দিয়ে ঐ শ্রীপদে। ১৪ ॥

রাগিণী মনোহর সাই – তাল লোফা।

ভরসা তোমার মগো ভব সায়বে।
অকূলে কূল দে মা কালী করুণা করে।
না পেয়ে কূল কিনারা হয়ে আছি পথ হারা,
দয়া করে মাগো তারা পথ দেখায়ে দে আমারে।
দুর্ব্বলে বলদায়িনী ভক্তবাঞ্ছা বিধায়িনী,
রোগ শোক বিনাশিনী অজ্ঞান হীন কিঙ্করে।
করুণা কটাক্ষ দানে রক্ষা কর ধন প্রাণে,
মনঃকষ্ট বিমোচনে শ্রীপদ দেহ মা শিরে। ১৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

জাননা কি মনের কথা
গান গেয়ে জানাতে হবে ;
আপনি আপন হাসি কান্দি
পাগল সেজেছি ভবে।
লোকের সঙ্গে কথোপকথন
মানুষ পাই না মনের মতন,
লিখে রাখি দুই চার কলম
যা জাগে তাই ভাবে ভাবে।
যে সকল ভাব জাগে মনে

বিবিধ ছন্দ বন্ধনে,
ঢেলে দেই মা তোর চরণে
আশা আছে সকল দিরে।
যখনে যা শুনাই আমি
মনে করি শুন তুমি,
আসার আশে থাকি চেয়ে
এ জ্বালা কবে জুড়াবে।
জাগ্রতে না দেখে পাশে
থাকি গো স্বপনের আশে,
তুমি কেবল ছদ্মবেশে
কৌশলে ঘুরায়ে রবে।
ছাড় মায়া কর দায়া
পিতার প্রেমে দেহ কায়া
মনোমোহন তোমায় লইয়া
আনন্দ কত করিবে। **১৬** ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল কাওয়ালী।

আহলাদিনী শক্তি তুমি দয়াময়ী গো জননী,
জগতের মধ্যবিন্দু, জীবনমুক্তি প্রদায়িনী।
পড়িয়ে ভব কান্তারে ডাকি মা অতি কাতরে,
না হেরি সুপথ চক্ষে ঘোর আঁধার রজনী।
আলোকের পাখী যারা উড়ে উড়ে যায় মা তারা,
অন্ধকারে দিশে হারা আমি দিবা রজনী।
এখন ছাড়িয়া মায়া প্রকাশ আপন কায়া,
বিকাশ' হৃদয়াকাশে হৃদকমল বিলাসিনী। **১৭** ॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল একতালা।

মেয়ে কি মেয়ে অম্ নি মেয়ে দেখতে চিৎকার।
পদভরে থর থর, ধরা নাহি সহে ভার।
প্রসবিয়ে এ ব্রহ্মাণ্ড করে ধরি অসি মুণ্ড,
লণ্ড ভণ্ড বিষম কাণ্ড ঘটাইছে ক'বার।
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
কালীতারা মহাবিঘা ভৈরবী আকার।
মাতঙ্গী কমলাত্মিকা বগলা নামে মাতৃকা,
ধুমাবতী প্রচণ্ডিকা বিধবা আচার।
কখন ভাঙ্গে কখন গড়ে তা বিনে আর রইতে নারে,
তাইত এত রূপ ধরে করিছে বিহার।
পদতলে পতি শুয়ে লজ্জা খেয়ে লজ্জা পেয়ে,
জিভ কেটেছে দেখতে পেয়ে রহস্য অপার।
তার খেলাতে পড়ে ধরা পশুপতি পাগলপারা,
ব্রহ্মও আপনা হারা ঘুরছে অনিবার।
ভেবে কর মনোমোহন মেয়ের লেখা বুঝবে কি মন,
আপনি আপন রেখে গোপন করছে তোল পাড়।
প্রসবিয়ে স্তন্য দিয়ে পালন করে আবার নিয়ে,
রঙ্গেতে রমণী হয়ে করিছে সংহার।
কইতে গেলে মেয়ের কীর্তি লুপ্ত হয় বিবেক স্মৃতি,
দীনদাস মূঢ়মতি ভক্তি মাত্র সার। **১৮** ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল আড়া।

নীরব নিশিথে আজি মন প্রাণ খুলে।
ডাকিব মনের সাধে জননী গো
মা' মা বলে।

চারিদিকে অন্ধকার দৃষ্টি নাহি চলে আর,
আঁধার রূপিনী শ্যামা তুলে নে
তুলে নে কোলে।
অবোধ সন্তান মোরা, কান্দি হয়ে পথ হারা,
কোলে তুলে নে মা কালী কোলে।
কোলে কোলে। **১৯** ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

মা বলে আর ডাক্‌ব না মা তোরে।
মা হইয়ে উলঙ্গিনী কেন আছিস্‌ আসিধরে।
ভয় পেয়ে চাই কোলে যেতে, ভয় করে মা রূপ দেখিতে,
আগুন জ্বলে দু' আঁথিতে মুণ্ডমালা হৃদি' পরে।
ভাব দেখে মা করি বিচার, দয়ামায়া নাই মা তোমার,
দয়াময়ীর এমন আকার কখন কি মা হতে পারে।
বুঝি না তাই ভ্রমে ভুলি, একথা সেকথা বলি,
ভক্তের কাছে নাকি কালী বাঞ্ছামত রূপ ধরে।
দেখা দাও তাই জান্‌ তে পেয়ে, ভয় পেয়ে মা ভীত হয়ে,
মনো তোমার ডাকছে ব' য়ে করুণা কর কিঙ্করে।
সিংহ শিশু বাঘের ছানা যার যার মাকে ভয় করে না,
মা হলে মা ভয় থাকে না ভয় করি কুকর্ম করে।
কুসন্তানে চোখ রাঙ্গায়ে থাক গো মা তুমি চেয়ে ;
নৈলে সদায় অভয় দিয়ে নেচে বেড়াও কোলে করে।
ভাবের ঘরে পড়ে ধরা আপনি আপন গোলাম মারা
রক্ষা কর ওমা তারা মনোমোহন পড়েছে ফেরে। ২০ ॥

রাগিণী পূরবী – তাল ঠুংরী।

যোগমায়া যোগবিদ্যা যোগাদ্য যোগে যোগিনী।
যোগ জানা ও যোগেশ্বরী জগৎ জননী।
যোগেতে কর সংযোগ
যোগে থাকি যুগ যুগ
দেখে তব প্রেমমুখ সিদ্ধিবিদ্যা বিধায়িনী
প্রণব রূপিণী শিবে
যোগিণী যোগ সম্ভবে
ত্রাণ কর এই ভবে ত্বংহি তারা তারিণী। ২০ ॥

রাগিণী আশাগৌরী – তাল যৎ।

মা তুমি গো সুরধুনী পতিত পাবনী সরলে।
উজান ভাটি বহে স্রোত, নিয়ত স্নেহ সলিলে।
শৈবাল রাশির মত ভেসে যায় অবিরত,
শক্তিহীন এ দেহতরী, তোমারই শ্রোতবলে ?
সাধ্য কি বল মা সতী, বিপরীতে করি গতি,
ঢেউ লাগিয়ে উঠছি ভেসে আশা আর যাবনা তলে।
পরশিয়ে তরণীর, হয়েছে শুদ্ধ শরীর,
পশিতে নূতন রাজ্যে লাগাইয়া দাও মা কুলে। **২১** ॥

রাগিণী ঝিঝিট – তাল ঠুংরী।

মা বলে যতই ডাকি মা !
ততই অভিমান বুঝি হয়গো অন্তরে।
নহিলে জননী ক্রন্দনের ধ্বনি

শুন নাকি তুমি কখনও কানে।
খেয়েছ কি কান, হারায়েছ প্রাণ,
অতীন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয় বিনে।
আছ কিন্তু নাই, বলি মাগো তাই,
যাহা ইচ্ছা তাহা কর এক্ষনে।
যে ইচ্ছা আমার, সে ইচ্ছা তোমার,
ইচ্ছা পূর্ণ কর যোগ মিলনে ॥ ২২ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল খেমটা

আনন্দ নন্দিনী, যোগেশ বন্দিনী,
মহেশ জননী রমণী অধীরা।
মোহিনী কামিনী, স্বরূপা যামিনী,
সদা অভিমানী, দামিনী সাকারা।
দানব দলনী
মানব রঞ্জিনী
রক্ষা বিধায়িনী আহলাদিনা স্বাধীনা।
কি নব রঙ্গিনী,
কৃষ্ণ কমলিনী,
বিশ্ব বিদ্রাবিনী জননী প্রধানা।
হরগো ত্রিতাপ
নাশ অপলাপ,
স্বভাবে অভাব কখনো করোনা।
জীবন সাধন
পূর্ণ এইক্ষণ,
জন্মের মত সম্পন্ন কর মা ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্গীত

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতালা

আমার মন ভুলান ধন,
আমার প্রাণ ভুলান ধন,
উদাসী হয়েছি আমি তোমারি কারণ।
(দেওয়ানা হয়েছি আমি তোমারি কারণ।)
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ে দাও আমারে দরশন।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
এস হরি বস হরি ভক্তের বাঞ্ছিত ধন।
রাঙ্গা পায়ে নুপুর দিয়ে, রুনু ঝুনু বাজাইয়ে,
বামে চূড়া হেলাইয়ে খেলায়ে মদনমোহন।
এ প্রাণ হউক ব্রজাঙ্গনা, অশ্রুজলে হউক যমুনা
এই দেহ হউক ব্রজের মাটি, তাতে কর পোচারণ।
আশা পথ চেয়ে চেয়ে রয়েছি পাগল হয়ে,
আয়রে গোপাল আয়রে ধেয়ে, লইয়ে রাখালগণ।
মনোচোরা শ্যামের বেশে, দাঁড়াও এসে হেসে হেসে,
অনায়াসে ভক্তি পাশে, বেঁধে রাখি রাঙ্গা চরণ।
মনোমোহন আয় আয় ! মনোমোহন তোরে চায়,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া করিবারে আলিঙ্গন।
(প্রাণে প্রাণে মিশামিশি করি দুজনে দুজন।) ॥ ২৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতালা।

যেয়ে গোচারণে, ধেনু দিয়া বনে,
প্রেমানন্দ মনে যত রাখালে।

লতা পত্র যত, পুষ্পভারে নত,
নব বধূর মত হাসে আড়ালে।
লীলারসে মন করিয়ে মগন,
নাচে বা কখন দুবাহু তুলে।
যমুনার জল, করে ছল ছল,
সুন্দর শ্যামল হরি হরি কুলে।
প্রফুল্ল কমল, হেসে ঢল ঢল,
লুটে পরিমল মধুপ দলে।
কেহ নামে জলে, কেহ উপকূলে
কেহ বৃক্ষমূলে বনমালা গলে।
কেহ ভাঙ্গে ডাল, কেউ মারে ফাল
কেহ দেয় গাল কাল কোকিলে।
কেহ কাছে আসি টেনে ধরে বাঁশী,
কেহ হাসি হাসি নাচে তালে তালে।
যোগারাধ্য ধনে, সে রাখালগণে,
নিয়ে গোচারণে অতি কুতূহলে।
কেহ কাঁধে চড়ে কেহ ধ'রে মারে
কেহ এসে তারে বেড়ে ধরে গলে।
কেহ কহে ভাই, বিনে কথা নাই,
বলিহারি যাই মনোমোহন বলে।
হেন লীলারসে, মন নাহি মিশে,
পাষাণ হতে সে সুকঠিন বলে ॥ ২৫ ॥

রাগিণী ঝিঝিট – তাল ঠুংরী।

আয়না সখা, নয়ন বাঁকা
শিখি পাখা হেলায়ে কানাই।

করে ধরি বেনু, সঙ্গে নিয়ে ধেনু,
রুণু ঝুণু ঝুণু, নুপুর দিয়ে পায়।
পড়ে পীতধরা, বেঁধে মোহন চূড়া,
আয়না আমরা, আয় গোষ্ঠে যাই।
হাম্বা রবে, ডাকে ধেনু সবে,
বৃষভ আরাবে উৰ্দ্ধ মুখে চায়।
তমালের তলে যমুনার কুলে,
শুক সারী মিলে তব নাম গায়।
আয়রে গোপাল, সকাল সকাল,
ও মাখনলাল বেলা হয়ে যায়।
যত রাখাল নিয়া, গোধন লইয়া,
দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেমানন্দে তায়।
গালাগালিচ্ছলে, রে কানু বলে,
পাচনি বগলে কৃষ্ণগুণ গায়।
চুপি চুপি হাসি কানু বলে আসি
মায়েরে সম্ভাষি দেরী হচ্ছে ভাই।
চলরে শ্রীদাম, চলরে সুদাম,
দাদা বলরাম চল চল যাই।
রাখালিয়া প্রেমে, বদ্ধ বজ্রধামে,
হলে যদি শ্যাম, হবে কি উপায়।
দীন মনোমোহন, ও রাঙ্গা চরণ,
নয়ন ভরে সদা দেখিবারে চায় ॥ ২৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল খেমটা।

ফিরে নাহি যাব,
দূরে না সরিব,
ধীরে ধীরে গা'ব রাত জেগে।
প্রাণেশের লাগি
সঁপিয়া পরাণ,
ধরে লব তায় প্রাণ থেকে।
তার ছায়া মম
হৃদে অনুসম
আঁকিয়া মাখিয়া রাখিয়া ঢেকে।
ভাবিয়া ভাবিয়া
এরূপ ছাড়িয়া
সেরূপ স্বরূপে ধরিয়া যোগে।
প্রাণের প্রতিমা
কেড়ে ল'ব তার,
প্রাণটি আমার সঁপিয়া আগে ॥ ২৭ ॥

রাগিণী পিলু – তাল একতালা।

সবে সাধরে সে রসময় রসিকে।
শিব – রাধা কৃষ্ণ কালী, প্রেমেতে মজে সকলি
লভিয়ে পরম যোগ ভুলিয়াছে আপনাকে।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি বিভূতি বিমান ক্ষিতি,
পঞ্চাত্মক ষড় রসে পবন জল পাবকে ॥ ২৮ ॥

রাগিণী বাহার – তাল আড়াঠেকা।

কেশব হরি মাধব হে –
তুমি জীবনের জ্বলন্ত জ্যোতি।
মুগ্ধ মন প্রাণ গায় হে –
তব মধুর মধু আরতি।
হে ভব খণ্ডন, ঘুচাও ভববন্ধন
মনোমোহন যাচে প্রীতি –
করে প্রণতি ॥ ২৯ ॥

রাগিণী কাফী – তাল যৎ।

প্রাণ দিলে কি ভুলা যায়, যে দিয়াছে সে জানে।
শয়নে স্বপনে জাগে আপনা হইতে টানে।
মনে করি ভুলি ভুলি আবার বরি কেমনে –
ভুলিতে আপনা ভুলি তাহারে হইলে মনে।
ভালবাসা মহামন্ত্রে হইয়াছে দীক্ষা যার,
সে জনে বলিতে পারে কেমন মহিমা তাঁর।
অপ্রেমিকে বুঝাইতে নিষ্ফল সাধনা হায়
বালকে রমণ সুখ যেমতি বুঝান দায়।
ধীরে ধীরে আকর্ষণ কি মধুর আস্বাদন
তুচ্ছ হয় তার কাছে ধন মান এ জীবন।
তাই সে প্রেমিক কবি নিশিদিন জেগে থেকে
ভাবুক আকুল প্রাণে সুখে দুঃখে থাকে সুখে। ৩০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

আমাতে কি আর আমি আছি ?
যার প্রাণ তারে দিয়ে নীরব হয়েছি।
শুধু তাহারি লাগি সারাটি নিশি জাগি
ডাকি ডাকি থাকি থাকি কত কেঁন্দেছি।
ধরিতে না পেরে তারে চলিয়া এ'সেছি ফিরে,
অভিমানে রাগ করে ফেরে পড়েছি।
প্রাণের লাগি প্রাণ, উদাসী গায় হে গান
নিঝুমে পাতিয়ে কান, থাক্‌তে তারে দেখেছি।
তাহারি আকুলতা, সহেনা এত ব্যথা,
গাহিয়া প্রাণের গাথা প্রাণে প্রাণে সঁপিয়াছি ॥ ৩১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

যদি ভাল নাহি বাস, কাছে নাহি আস,
আড়ে আড়ে থেকে বাজাও বাঁশরী।
বলে দাও তবে, থাকিবনা ভবে
এখনি সকল যতনা পাশরি।
পাশিগে অনলে,
ঝাপ দেই জলে,
তুমি সুখে থাক মুকুন্দ মুরারি ॥ ৩২ ॥

রাগিনী ভাটিয়াল সুর – তাল কাহারবা।

দরদি ! ক'য়ে দে তার নিগম কথা তারে পাব কই।
যারে ডাকলে হৃদয় শীতল হয় গো, দেখলে আপন হারা হই।

যার লাগিয়ে হৃদয় মন ; ঘুরে বেড়ায় অনুক্ষণ,
যার মধুব নামটি শুনলে পরে, ভবজ্বালা ভুলে রই।
মনোচোরে মন নিয়ে, কোথা গেছে লুকাইয়ে,
কেন্দে মরি ধরতে নারি ধরি ধরি আর না পাই।
যার সনে মন মাখা জোখা, তারে বিনে যায় কি থাকা,
মনোমোহন বলে আমি, কেমনে বা একা রই ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

শুনলো সজনি ! অই যে বাজে বাশী
কেমন কেমন করে প্রাণ, হয়ে উদাসী।
বাঁশীতে কি এতই মধু, পাগল কইল কুলবধূ,
ঘৃণা লজ্জা ভয় মান, গিয়াছে ভাসি।
যে শুনেছে বংশী ধ্বনি, হারাইয়া গেছে প্রাণই,
আপনা প্রাণ পরকে দিয়ে, গলে দিছে ফাঁসি।
মনোচোর সে বংশী ধরে, মনোমোহন ধরতে নারে,
আপ্তাবদ্দির বাঁশীর স্বরে মন করে খুসী ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল আড়াঠেকা।

আগে যদি জান্‌তে তুমি, কাঁন্দতে হবে কান্দালে
অসময়ে বাজায়ে বাঁশী, কেন এ প্রাণ জাগাইলে।
জাগায়ে জাগিলে হরি, কেমনে থাকি পাশরি,
মধুর মধু মাধুরী, হৃদয়ে মাখিয়ে দিলে।
ধরা দিয়ে দাওনা ধরা, তাইতে কেঁন্দে হলেম সারা,
লুকোচুরি খেলা করা, স্বভাব না যায় কোন কালে।

কান্দাইতে ভালবাস, কান্দায়ে আড়ালে হাস,
কাঁন্দাইলে কাঁদিতে হবে, কি হবে আর লুকালে।
পরশে সরস মন, চায় তোমায় অনুক্ষণ,
মুগ্ধ মনোমোহন, বান্ধা আছে পদতলে ॥ ৩৫ ॥

রাগিনী খাম্বাজ – তাল একতালা।

শুধু তোমারি কথা শুধু তোমারি গাঁথা
কহিব গাহিব যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
তোমারি লাগি, হইয়ে উদাসী
আড়ালে থাকি যে পাতিয়া কান।
মোহন বাঁশরী, আপনা পাশরি,
কি রবে নীরবে ধরিছে তান।
তাই শুনিব জীবন ভরিয়া
তাঁহারি লাগি সঁপেছি পরাণ ॥ ৩৬ ॥

রাগিনী আলেয়া – তাল চিমেতেতালা।

আয়রে বাতাস বেগে ছুটিয়া।
আমার হৃদয় চাঁদের মুখখানা –
রেখেছে মেঘে আবরিয়া।
প্রাণ শশির মুখে হাসি,
বড়ই মধুর ভালবাসি,
আয়রে সকালে আসি, দেরে মেঘ সরাইয়া।
হাসিতে হাসিতে মাথিয়া হাসি,
অফুরন্ত হাসা হাসি –

করে প্রাণে প্রাণে মিশামিশি হাসিতে পড়ি মিশিয়া।
আনন্দ হৃদয়ে রাখি
সতত আনন্দে থাকি
মনোমোহন বড় দুঃখী যেওনা তারে শাশরিয়া ॥ ৩৭ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল একতালা।

কুঞ্জবনে রাধা সনে শ্যামরায়।
দেখবি যদি যুগল মিলন আয় গো সখি চলে আয়।
মোহন বাঁশী করে ধরা, হেলায়ে বেঁধেছে চুড়া,
পীত বসন পীত ধড়া, নুপুর বাজে রাঙ্গা পায়।
নব জলধর রূপে, বনমালা গলে শোভে,
সখী সঙ্গে মনোরঙ্গে বামে রাধা শোভা পায়।
রাইয়ের মাথায় ফুল বেণী, মেঘে সৌদামিনী,
দেখবি যদি আয় সজনি, যুগল দেখে প্রাণ জুড়াই ॥ ৩৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

আজ কেনরে এমন লাগে, বুক খালি বুক খালি।
কি ছিল কি নাই হরেছে, কি ছিল তাই কেমনে বলি।
দেখিয়ে কার চন্দ্রমুখ, ভরা ভরা ছিল বুক।
ছিল আশা ভালবাসা, হাসাহাসি কোলাকোলি।
নয়ন ছিল রূপের পানে, মন ছিল নয়নের সনে,
দুজনে দুজনে মিলে গলাগলি ঢলাঢলি।
কাণ ছির তার মিষ্ট বাক্য, প্রাণ ছিল তার প্রাণের পক্ষে,
পূর্ণিমার চাঁদ ছিল বক্ষে জ্যোসনা পড়িত ঢলি

ঘুমের ঘোরে একলা ঘরে পালিয়ে গেছে ফেলে মোরে,
কে ধরিয়ে দিবে তারে তারি লাগি অশ্রু ঢালি।
কোন সোহাগী রাখছে ধরে, ছেড়ে দিক সে আমার তরে
নৈলে তারে মেরে ধরে ফাঁসি কাষ্ঠে রব ঝুলি।
মনোমোহন কয় রে ভ্রান্ত মন ঘরে আছে পরম রতন,
যত্ন কল্লে পাবে সে ধন, অযতনে সব খোয়ালি। ৩৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

তার নাম শুনে উদাসী হয়ে গেছে দুনয়ন।
ভয় করিনা লোক নিন্দা, গুরুজনার গরজন।
মনেরে বুঝায়ে রাখি, বুঝেনা তাই করি বা কি ;
মনের সনে পাগল হয়ে গেছে দুনয়ন।
নয়ন মন বিবাদী, কে হবে তার ফরিয়াদী ;
পারেনা তাই নিরবধি, মিথ্যা সাক্ষি দেয় মনোমোহন।
সাধিতে সত্য জীবনে, বিপক্ষ বিবাদীগণে
কি করিবে পাগল মনে, বিধির বিধি করে লঙ্ঘন ॥ ৪০ ॥

রাগিনী খাম্বাজ – তাল একতালা।

প্রেম কি কখন গাছে ধরে।
আম কাঁঠাল নয় পেরে খাবি
ঝাকা দিলে নাহি পড়ে।
প্রেম কি লো সামান্য বটে, প্রেম কি সবার ভাগ্যে ঘটে,
প্রেমের কথা ঘাটে মাঠে, রটে কেবল মূর্খ নরে।
প্রেম পাহাড়ে আছে খনি, জ্বলতেছে পরশ মণি,

পথে কাল ভুজঙ্গিনী নিঃশ্বাসে তার প্রাণ হরে।
কাম ক্রোধ লোভ হিংসা, চারিদিকে বাঘের বাসা
ঘৃনা লজ্জা ভয় ইত্যাদি, খেকশিয়ালে খেউ খেউ করে।
শুদ্ধরাগ মন বৈরাগী, যে জন হইছে সর্ব্বত্যাগী,
ভয় নাই কিছু তারি লাগি, পালায় শত্রু হুহুঙ্কারে।
প্রবেশিয়া প্রেম পুরীতে, বিচ্ছেদের বিষ পায় দেখিতে,
বিষপানে হয় বিশ্বম্ভর সে, যদি হজম করতে পারে।
মনোমোহন সে বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করে ঘুরে বেড়ায়,
নুনের ছিটা দেয় কাটা ঘায়, দরদী নাই এ সংসারে ॥ ৪১ ॥

রাগিণী কালোড়া – তাল একতালা।

বিভোর পরাণে তাহারে মাগি।
উদাসিয়া চিত তাহারি লাগি।
না বুঝে মরম, না বুঝে ভরম,
ধরম করম সরম তেয়াগি।
পথ চেয়ে চেয়ে, দিন গেল বয়ে,
তাহার লাগিয়ে এত দুঃখ ভাগী। ৪২ ॥

রাগিণী নটনারায়ণ – তাল ধামাল।

ভাবান্তরে কেন ভাবাও।
জাগিয়ে ঘুমিয়ে থাক, ফিরে নাহি চাও।
কেঁন্দে কেঁন্দে সারা, দিবে নাহি তুমি ধরা,
সত্য যদি আসিবেনা, কেন বা কাঁন্দাও।
কাঙ্গাল হয়ে এসে দ্বারে, নিরাশ হয়ে যাব ফিরে

দয়াময় নাম কেমন করে রবে তা জানাও।
এ দীনে সদয় হয়ে গোপীর ভাবে ভাব ধরায়ে
রাখ তোমার পায় জড়ায়ে দূরে না সরাও।
হা হুতাশে দূরে থেকে, মরি সদার তোমায় ডেকে,
আমি বা কে তুমি বা কে, কেনরে ভুলাও।
ভক্তহীন মনোমোহন, তাই তার এত হয় বিড়ম্বন
আর পারিনা হৃদয়ের ধন হৃদয়ে জাগাও ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী পিলু – তাল খেমটা।

যার সনে যার মন বাঁধা
নয়ন বাঁধা যার রূপে ;
সে কি তারে ভুলতে পারে,
একেবারে যে গেছে ডুবে।
চণ্ডীদাস আর রজকিণী,
বিল্বমঙ্গল চিন্তামনি,
তারা প্রেমের শিরোমণি,
মিশে গেছে ভাবে ভাবে।
এক রশিতে দুজন বাঁধা,
কখন হাসা কখন কান্দা,
মনোমোহন হল আঁধা,
পিপড়ায় খাইল গুড়ের লাভে। ৪৪ ॥

গৌরাঙ্গ সঙ্গীত

রাগিণী মনোহর সাই – তাল খেমটা।

ডাক দেখিরে ডাকার মত।
ডাক্‌তে জান্‌লে ডাক্ ফুরাবে
প্রাণ জুড়াবে হলে রত।
ডাকিস্‌না তায় ফাঁকা স্বরে,
ডাক দেখিরে প্রাণ ভরে,
রইতে কি সে পারবে দূরে,
দেখবিরে তাঁর দয়া কত।
প্রাণেতে মিশায়ে প্রাণ,
কাতরে কর আহ্বান,
উদয় হবে চৈতন্য চাঁদ,
মনোমোহন তাঁর অনুগত ॥ ৪৫ ॥

রাগিনী বারোয়া – তাল একতালা।

পড়বে মন তোতাপাখী ভজনের পাঠশালাতে।
পণ্ডিত নিমাই পাগল হয়ে, টোল খুলেছে নদীয়াতে।
আকার ছাড়া ব্যাকরণ, বর্ণ ভেদ নাই ধনে মানে,
অর্থ ছাড়া অভিধান, প্রেমাক্ষর শিখাইছে তাতে।
উলটাইয়া দেখায় ভূগোল, অখণ্ড মণ্ডল গোল,
রেখা টানা জ্যামিতি ভুল, জটিল অঙ্ক দেয় গণিতে।
সাহিত্যে তার হিতবচন, সৎপ্রসঙ্গ বিনয় ভাষণ,
ড্রইয় এ তার ছবি অঙ্কন স্বভাবের তুলিকা হাকে।

কর্তা কর্ম ক্রিয়া পদে, গোল ঘটায় তার পদে পদে,
একই বস্তু দুই বর্ণেতে, বিশেষ করে বিশেষ্যেতে।
হয় যার কর্ত্ত কর্ম ঠিক, ভ্রান্তি হয় না কখনও দিক,
করলে পরে এদিক সেদিক শাস্তি হয় তার ধারামতে।
শ্রীপদে মজায়ে মন ভেবে কয় মনোমোহন,
কত বিঘাবাগীম ফেল হয়ে যায় পাঠশালায়
পরিক্ষা দিতে ॥ ৪৬ ॥

রাগিণী মনোহরসই – তাল তোর খেমটা।

প্রেম বাজারে পরশমণি
বিনামূল্যে বিকিয়ে যায়।
তোদের মরিচা ধরা লোহা তামা
যার যা আছে নিয়ে আয়।
শিয়ালের শিং সাপের পাঁচ পা
আকাশ কুসুম আয় দেখে যা
শুক্না ডালা হয়ে তাজা
ফুল ফুটিয়ে গন্ধ বিলায়।
সিংহ দরজায় নই দ্বারোয়ান,
নাইকো কারো কৈতব গুমান,
হাড়ি মূচী সবাই সমান,
প্রেমানন্দে নাচে গায়।
মনোমোহন কর্ম দোষে,
ইহা উহা ভাবছে বসে,
দিন কাটাইলাম রঙ্গ রসে
যমদূতে যে চোখ পাকায় ॥ ৪৭ ॥

শিব–সঙ্গীত

রাগিণী বাহার – তাল জাপ।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে
আমারে করায়ে দীক্ষা,
সত্য সরলতা আর –
বিশ্বপ্রেম দেহ শিক্ষা।
লীলা, কুতুহলে চিত, গাহে যেন তব গীত,
বিনীত শান্ত ভাবে, না করে প্রতীক্ষা।
জীব ভাবে অহরহঃ, ভূলায় না যে মায়া মোহ,
দিতে না হয় যেন কোনও পরীক্ষা।
করিয়ে অরি দমন, কর মোরে সংশোধন,
ভবনে কিংবা বন স্বজনে বিজনে কর রক্ষা,
থাক হৃদে জেগে থাক, রূপে প্রাণ ভরে রাখ,
তুমিই উদ্দেশ্য থাক এই চাহি ভিক্ষা।
প্রেম পুণ্য পবিত্রতকা, করুণা দয়া মিত্রতা,
সঙ্গের সম্বল দেহ, সম দম তিতিক্ষা ॥ ৪৮ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল যৎ।

প্রভু ! তোমার কয়টি নাম পেয়েছি সুন্দর।
যারে শুনলে পরে সুশীতল হয় তাপিত অন্তর।
তুমি অভাবের ভাব, ভাবীর স্বভাব,
অন্ধকারে সুধাকর।
তুমি জীবন সফল, দরিদ্রের বল,

মহাপাপীর পাপ হর।
তুমি ভবতারণ, আদি কারণ
পতিতপাবন পরাৎপর।
তুমি দয়ার নিধি, প্রেম জলধি
শান্তি সুধা সরোবর।
তুমি হৃদয় রঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন,
শ্বেত বরণ কলেবর।
তুমি সদয় নিদয়, আনন্দময়
হও দয়াময় নাম ধর।
তোমার নামে আছি জীবন ধরি।
দীন ভিখারী যাচে বর।
নামে পূর্ন কর মন, মনোমোহন,
মজে থাকুক নিরন্তর ॥ ৪৯ ॥

রাগিণী পিলু – তাল খেমটা।

সন্তোষ –
তোমায় আমি ভালবাস্‌ব কাছে রেখে।
আর তাদেরে তাড়িয়ে দেব,
গালি দিয়ে আজ থেকে।
পিয়াসে পিয়াসে হায়,
ছাতি মোর ফেটে যায়,
তারা যবে নাচে গায়, আমার কাছে যেতে ডাকে।
ধীরে ধীরে যায়,
আশ্লেষে কণ্ঠ শুকায়,
প্রাণহরা দৃষ্টি তাদের, মিষ্টি কথায় সকল ঢাকে।

তাইত অতি করে রোষ,
তাড়াইয়ে দিব দোষ,
তোমায় আমি প্রাণ সন্তোষ, প্রাণেতে রাখিব মেখে ॥ ৫০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

কর প্রভো !
জ্ঞানের উদয়।
তুমি আমি অভেদাত্মা যেন উপলব্ধি হয়।
ভাবে কর দেখা দেখি
তৃষিত ব্যাকুল আঁখি, অতি চঞ্চল হৃদয়।
অজ্ঞানতার অন্ধকারে,
জ্ঞানাজ্ঞানে দ্বন্দ্ব ক'রে
রাখে আলো বন্ধ করে, করে সন্দেহ উদয়।
তুমি কৃপা বিতরণে,
জীব ভাব বিমোচনে,
অনুকূল হও এক্ষণে, হাওহে শ্রীপদাশ্রয় ॥ ৫১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

কার ভরসা কররে ভাই –
(ও) সাধু বেপারী।
মনত আপনা নয়, করে ঝাকা জোড়ি।
গুরুত আপনা নয়,
না কয় তত্ত্ব কথা ;
স্ত্রীত আপন নয়,
না নেয় মর্ম ব্যথা ;

কুটুম্বত আপন নয়, চায় টাকা কড়ি ;
বাড়ীত আপনা নয়,
পড়ে রবে ছাড়া ;
পুত্রত আপনা নয়,
নাহি দিবে সাড়া ;
দেহত আপনা নয়, কিসের বাহাদুরী।
ধনত আপনা নয়,
সঙ্গে নাহি যাবে ;
বন্ধুত আপন নয়,
কথা নাহি কবে ;
দিন থাকিতে মনোমোহন কয়, চিন আসল বাড়ী ॥ ৫২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

যার মন উদাসী হয়েছে –
পাগলারে !
হিন্দু মুসলমান কে হয়
চিনিনা তারে।
বুঝতে নারি ছোট বড়
চিন্‌তে নারি আপন পর,
ব্রহ্মাণ্ড বাঁধিয়া রাখছে, দেখি এক তারে।
বাগদি হাড়ি, চাঁড়াল, মুচী,
কোনটা শুচি হয় অশুচি,
দেখি সকল ভোজের বাজী, রাজী নয় সে ভেদ বিচারে,
অখণ্ড মণ্ডলাকার
ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে,

যা দেখি সব একের খেলা এক বিনা আর নাই সংসারে।
মনোমোহনের মন বাবাজী,
ভাঙ্গা তরী, বেহুস মাঝি,
সোচ্চার লোচ্চা,
পাজির পাজি, কেবল বকাবকি করে ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী পূরবী - তাল আড়াঠেকা।

আমি ঘুমিয়ে ছিলেম, কে আমাকে জাগালি ডেকে।
সুখ স্বপন ভেঙ্গে দিলি, জ্বলে পুড়ে মলেম দুঃখে।
ঘুমের ঘোরে সুস্বপনে, বসে ছিলাম সিংহাসনে,
কে আমায় নামালি টেনে, তৃণ শয্যা দেখি জেগে।
অষ্ট প্রহর দিবা রাতি, জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্তি,
কি আশ্চর্য্য গতাগতি, কত চিত্র দেখি চোখে।
জেগে স্বার্থ চিন্তা করি, দালান কোঠা কতই গড়ি,
জমি জমা বসতবাড়ী, নারী চুরি ঘর থেকে।
ঘুমাইলে কিছু নাই, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া যাই,
স্বপনে আবার দেখি, কেঁন্দে মরি পুত্র শোকে।
হায়রে হায় মানুষ কূলে, ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়ে চলে,
আমি করি ভাবছি বলে, চিন্‌তে নারি আপনাকে।
কে খেলায় কেন বা খেলি, কে ভুলায় কেন বা ভুলি,
মনোমোহন কয় তাইত বলি, তারে চিনতে হয় আগে ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী মনোহর সাই – তাল লোফা।

অকুল সাগরে ভাসিল তরণী,
অস্তমিত প্রায় নেহারি যে বেলা ;

গরজিছে ঘর আবরি গনন,
সাথে মাত্র আমি পড়েছি একেলা।
সঙ্গী সাথী যারা, চলে গেছে তারা,
অনুকূল হাওয়াতে ভাসায়ে ভেলা ;
ঘোর ঘূর্নিপাকে পড়িয়ে বিপাকে,
হয়ে পড়েছিলাম আমি দিক্ ভোলা
বেলা অবসান, প্রবল উজান,
শক্তিহীন প্রাণ করে ঝালা পালা ;
অকুল পাথার, চৌদিকে আমার
বিভীষিকা যত করিছে খেলা।
একি হেরি রঙ্গ, বাড়িছে তরঙ্গ
বুঝিবা ডুবা'য়ে দিবেরে ভেলা ;
এলআমি প্রভু ! ক'রে হাবু ডুবু,
পাড় কিহে পাব ভাবিয়ে উতালা।
শুকুয়, দেনয় সবে তোমায় কায়,
তব নামে হয় আঁধারে আলো ;
তাই ভাবি দিতে, এক্ষুদ্র শক্তিতে
করি প্রাণ পণ করেছি মেলা।
যা ইচ্ছা তোমার জীবনে আমার,
হয়ে কর্ণধার তুমি এই বেলা –
করহে পূরন, করুণা নিধান
নমি প্রভু দাও শ্রীপদধূলা ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

যাত্রা করে বের হয়েছি তাঁহার কাছে যাব বলে।
সাধের তরী সকাল বেলা ভাসিয়ে দিয়ে উজান জলে।
এই যেন এই দেখতে পাই,
চলেছি কুল কিনারা নাই,
মেঘ সেজেছে বায়ুকোণে ;
পাক্ বাতাসে ঢেউ খেলে।
পথের সম্বল গণার কয়দিন
ফুরিয়ে চল্‌ছে তায় হীন
রাখতে নারি হাইলের বৈঠা –
সঙ্গের ছয়টা বেহুস ব'লে।
কখন বা আবর্তজলে
ঘুমতে ঘুমতে তরী চলে,
উজান ভাটি কোনটা যে ঠিক্,
দিক্ বিদিক্ বুঝিনা ফলে।
যাত্রার ফেরে প্রাণ কি রে,
অকুলেতে যাবে ডুবে,
মনো কয় কন বৈঠা মার,
বুক পাতিযে ধর হালে ;
ভয় ক'রোনা ঝড় তুফানে,
দোহাই দেও তাঁর প্রাণপণে,
ডুবলেও যাবেনা মারা,
আইনের ধারা দেখ খূলে ॥ ৫৬ ॥

রাগিণী কাফী – তাল একতালা।

ইহাই এখন মন ঠিক বুঝে রাখ।
ভূত ভাবী ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে থাক।
তার ইচ্ছাতে জেনো ভবে,
যা হয়, হতেছে, হবে ;
ভেবে ভেবে কেন তবে,
বসে নানা চিত্র আঁকা।
যা যখন আছে সম্মুখে ;
তাতেই মন থাক সুখে ;
মনো কয় ইহ লোকে
ভাবিলে সকলি ফাঁক ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল কাওয়ালী।

যে হাসি হাসিলে পরে অজস্র কাঁন্দিতে হয়,
সে হাসি হাসিতে মোরে দিও নাহে দয়াময়।
হলাহল যে অমৃতে, দিওনা তাহা খাইতে,
যে সুখে পশ্চাতে দুঃখ চাহেনা তাহা হৃদয়।
যে শান্তি টানিয়া আনে অশান্তি আপনা পানে,
না চাহি আনন্দ সেই, পাছে যাহা দুঃখময়।
নিষ্করুণ যে করুণায় হৃদয় দহিয়ে যায়,
প্রাণে তাহা নাহি চায়, সে দয়া বাঞ্চিত নয় ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী মালকোষ – তাল কাওয়ালী।

ধীর গম্ভীর মনে –
ব্রহ্মনাম গাওরে।

সকলে সমপ্রাণে,
চরণ পাণে ধাওরে।
এ জীবন মন – কর সমর্পণ,
সকলি তাঁরে দাওরে ;
দিতে পরিত্রাণ, করুণা নিধান
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রয়েছে এই চাওরে।
এই শুভ দিনে, নীরব কখনো,
থেকনা থেকনা,
সকলে মিলে আওরে ॥ ৫৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

বিনা সংগ্রামেতে শান্তি কখনও কি হয় ?
দন্দ্ব বিনা মকরন্দ, না হয় উদয়।
দ্বন্দ্বকে ভাবিরে মন্দ,
ঘর্ষণে চন্দনে গন্ধ,
মন্থনে মাখন হয়।
গরলে আছে অমৃত,
দুঃখে সুখে নিয়মিত,
মৃণাল কন্টাকবৃত,
মন্দে ভাল মিশে রয় ॥ ৬০ ॥

রাগিণী পিলু – তাল খেমটা।

যতই দূরে সরবে তুমি,
ততই আমি যাব ছুটে ;
যতই তুমি নিরাশ করবে,

ততই আশা বাঁধব এ'টে।
যতই সাধরে ঘুমের লেগে,
ততই আমি উঠব জেগে,
যতই তুমি ছুটতে চাবে,
ততই ধরব শক্ত মুঠে।
যতই তুমি দিবে মন্দ,
যতই তুমি করবে দ্বন্দ্ব,
ততই আমার ঘুচবে সন্দ,
অন্ধ আঁখি উঠবে ফুটে।
যতই তুমি অভাব দিবে,
ততই প্রাণ আকুল হবে।
যতই তুমি ফেলবে নীচে,
ততই যাব উপরে উঠে।
যতই সাড়ি ধরবে তুমি,
ততই সোজা আমি,
মনোমোহন কয় নিদয় সদয়
সকলি দয়া বটে।
(হৃদয় স্বামী নিদয় তোমার দয়া বটে) ॥ ৬১ ॥

রাগিণী হিন্দোল – তাল ঠুংরী।

জানিলাম আজ মনের আশা হইবে পূরণ ;
কল্পনাতে স্বর্গ রাজ্য করিবে গো বিচরণ।
সিদ্ধিদাতা, শুদ্ধ শান্তি,
শিব, সত্য শুদ্র কান্তি

নিবারিতে যম ভয় করিবেন আগমন।
সিদ্ধ হবে ভাল-বাসা,
কূপ-জলে পেয়ে বাসা
থাকিতে হবে না আর ; অচিরে যোগ মিলন ॥ ৬২ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফী – তাল ঠেস কাওয়ালী।

থাক্ থাক্ থাক্‌রে তোরা
ভরা গাঙ্গের পাড়।
দেখবি কত ঢেউ খেলাচ্ছে
পারাবারে আনিবার।
হাওয়াতে উঁথলে উঠে
কত ঢেউ যাচ্ছে ছুটে,
কতবা পড়ছে ফুটে,
চল্‌ছে লুটে চারিধার।
বেলা ভূমিতে চুম্বন ক'রে
কতবা যেতেছে স'রে,
ঘূর্ণিপাকে উলটিয়ে
কতবা ভাঙ্গতেছে তার।
কত তৃণ চল্‌ছে ভেসে
পাক বাতাসে খেল্‌ছে কত
জাহাজ নৌকা চল্‌ছে কত
পড়ছে উঠছে বৈঠা দাঁড়।
ভরা গাঙ্গের পারে বসি
রঙ্গ দেখবে দিবানিশি,
দেখে দেখে শিখে শিখে

লিখে রে'খ কথা তার।
এতকাল ব'সে ব'সে
রঙ্গ দেখে এখন ভে'সে
চলেছি কিনারা ঘে'সে,
দেখব ভাটি কোথায় তার।
উজান দেখতে ঘূর্ণিপাকে
প'ড়ে এক ঘোর বিপাকে
সামলাইয়া আপনাকে
সিদা বাঁকে "নাও" আমার।
এবার দিচ্ছি ভাটি ছেড়ে,
ডুবুক কিংবা লাগুক তীরে,
ভরসা করছি তাঁরে
যে জন পাড়ের কর্ণধার ॥ ৬৩ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল আড়াঠেকা।

দাও হে পূর্ণ বল, সামীপ্য সাধনে দয়াময় !
লীলারসে মনমজেনা, ব্যাকুল আছে হৃদয়
রূপে রসে হয়ে মত্ত
নিয়ত চঞ্চল চিত্ত
বিত্ত অর্থ অনুকূল
তবু নাহি সুখোদয়।
চিন্ময় ছবি তোমার
দর্শনেতে চমৎকার,
মানসিক ভাবে কিন্তু,

লভিতে নারি আশ্রয়।
আকার ঈঙ্গিতে আশা
হয় পাব ভালবাসা
অজামিল কুর্ম্ম দশা
কারণে হইবে লয়।
জ্ঞান যোগে আছে রাজ্য,
কুর্ম্মেতে না হয় বাহ্য,
হইল অতি অসহ্য,
নায্য কার্য্যে হও সদয় ॥ ৬৪ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল খেমটা।

শেষ কথা বলতে এলেম
বাউল সেজে তোমার কাছে।
আপনি আপন চিন্তা কর,
তা বিনে সকলি মিছে।
অবশ্য হবে মরণ কে করে তার নিবারণ,
এত দ্বন্দ্ব কি কারণ, ভেবে দেখ আগে পাছে।
করি স্বার্থ পরিহার, কর পর উপকার,
জগতই বন্ধু তোমার, খাট জগতের কাজে।
তুচ্ছ করি ভব মায়া, সত্য সরলতা দয়া,
সঙ্গে লয়ে ঢাল কায়া, বিনয়ের ছাঁচে।
মনো কয় মানুষ কর্ম্ম রাখতে সত্যের ধর্ম্ম,
ধন্য হয তাহার জন্ম, এমত যে হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল খেমটা।

মন ঠিক কর –
মন ঠিক কর।
হাইল মাচাতে আসন ধরে,
শক্ত করে বৈঠা ধর।
পাল্লাতে কর ওজন,
ষোল আনার কম পড়িলে,
হইবে ফাফঁর।
নিক্তির কাঁটা ঠিক হইলে,
আপনি তরী উজান চলে,
পাড়ি মেরে অবহেলে,
ভেদ থাকেনা আপন পর ॥ ৬৬ ॥

রাগিণী ফকিরি সুর – তাল খেমটা

গাঙ্গের তলায় পাখির বাসা, গাছের মাথায় জল।
আসমানেতে ফুল ফুটেছে, পাতালেতে ফল।
ডিম্ব আছে বাচ্চা নাই ডাকে মধুর সুরে,
হাতীর মাথায় মশা মাহুত মার্গে আধার করে।
রাঙ্গ দিয়ে তোর সোনার ছড়া কেড়ে নিছে সে,
বট পাতাতে নাম লিখিয়া উড়াইল বাতাসে।
যা হতে চায় হতে দে'তা চুপ করে থাক ঘরে,
আপনা ধন পরকে দিয়ে, দেকিস্ না তুই ফিরে
বুঝলে পরে সোজা হইবি ঃ মাথার বোঝা তোর –
নেমে যাবে নামের গুণে, গুরুর চরণ ধর ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোপা।

সহিতে পারি না নাথ ! দুর্বিসহ বাক্য বাণ।
এ সঙ্কটে দয়াময় ! ত্বরায় মোরে কর প্রাণ।
দিতে মুষ্টিমের অন্ন কঠোর এত জঘন্য,
বাক্যবাণে ছিন্ন ভিন্ন করিছে সতত প্রাণ।
শিশু ভ্রাতা ভগ্নি নিরে, রুগ্ন দেহে অসহায়ে,
কি করি বিপদে প্রভো ! কর আশ্রয় প্রদনে।
করিতে পূর্ণ নির্ভর না পারি ভীত অন্তর,
কাঁপে সদা থর থর, না দেখি কিছু কল্যাণ।
দ্বীন হীন তব দ্বারে, যাবে কি কেঁন্দে ফিরে,
কে আর রাখিবে তারে কে আছে তব সমান।
পিতা-মাতা অবতার, লও পালনের ভার,
সঙ্কটে কর উদ্ধার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান।
নানাভাবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট, হতেছে বিষম কষ্ট,
অভিষ্ট ফুরায়ে কর, অনিষ্টের অবসান্।
তপ জপ আরাধনা, কিছুই নাথ জানিনা,
দুঃখময়, এ প্রার্থনা পাইবে কি পদে স্থান ?
কাঙ্গালের মনের কথা, দরিদ্রের মনের ব্যথা,
জানাইব আর কোথা না আছে দ্বিতীয় স্থান।
গুরু দয়া কল্পতরু, ভয়েতে হয়েছি ভীরু,
পতিত পাবন জেনে, এসেছি জুড়াতে প্রাণ।
কে প্রভু জগতে আছে, জুড়াইব কার কাছে,
দীন হীন ভিক্ষা যাচে কর মুষ্টি অন্নদান।
দরিদ্রতা মহাপাপ, বিনাশ হৃদয় তাপ,
নিদরুণ অভিশাপ, কর মাফ করুণা নিধান ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল খেমটা।

তুমি হে সকলের আদি, আনাদি পুরুষ প্রধান।
সদা শিব নাথ তুমি, কর সতত কল্যাণ।
নশহে অশান্তি রাশ, দাও শান্তি অবিনাশী,
তব প্রেম অভিলাবী, বিলাসী ক্ষিতি বিমান।
প্রকাশিয়ে কোমলতা, দাও পূর্ণ কর্ম্মঠতা,
মাখিয়ে স্নেহ মমতা, প্রেম সুধা কর দান।
জীবনে সমরে তুমি, হও নাথ অনুগামী,
সারথী বিহনে আমি, শক্তিহীন যায় প্রাণ।
মনে পূর্ণ বল দিয়ে, আত্মভাব প্রকাশিয়ে,
সততা আমার হয়ে, কর কার্য্য সমাধান ॥ ৬৯ ॥

রাগিণী পুরবী – তাল আড়াঠেকা।

যার জন্যে তুই ঘুরে বেড়াস সে দেখি তোর হৃদয় মাঝে।
মনকে লয়ে নীরব ঘরে বস্ যেয়ে তুই আপন কাজে।
আপন ধরে ঘরের কোণে, আলাপ কর মনের সনে,
তারে বাধ্য কর তত্ত্বজ্ঞানে, গরলাংশ ফেলাও বেছে।
সরল ভাবে লয়ে ভক্তি, বিবেক পুত্রের শুনে মুক্তি,
বৃদ্ধি কর মনের রতি, শ্রীপদ সরোজে মজে।
মিষ্টি কথা আলাপনে, সদর রাখ টেনে টুনে,
মুক্ত হলে প্রাণে প্রাণে, মিলবে রতন খুব সহজ ॥ ৭০ ॥

বিবিধ সংগীত

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

চাইনা বেহেস্ত, চাইনা দোজগ,
আমি চাই শুধু তোমারে।
আমি কে তুমি কে ? তুমি কে আমি কে ?
প্রেম কর সদা অন্তরে।
আমারে বানাইয়া কোথা আছ তুমি,
কোথা হ'তে এলেম কোথা যাব আমি,
আমি তুমি মাঝে তফৎ কিবা আছে
রফা করে দাও একবারে।
চাহিনা পাপ পূণ্য, চাহিনা ভালমন্দ,
কি জন্য হরেছ তুমি এতছন্দ,
ঘুচায়ে দাও ছন্দ, হৃদয়ে আনন্দ,
দিয়ে প্রেমানন্দ ভরে।
সদা তুমি আমায় বল দাও প্রাণে,
আমি চাই তোমারে ভক্তির বন্ধনে,
হৃদয়ে বেঁধে রাখি প্রাণ ভরে দেখি,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ॥ ৭১ ॥

রাগিনী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী।

ছনের ছানি টিনের ঘরে বিবাদ করে নিরালা।
পাড়ার লোক একত্র জুটে শুন্তে এল দুপুর বেলা।
হল তাতে দুই পক্ষ,   ধনী গরীব দিল সাক্ষ্য,

জবাববন্দি মূখ্য মূখ্য, রুক্ষ কথা কি জ্বালা।
ছন বলে অতিশয় রোষে, টিনের ঘর তুই সর্বনেষে,
বাতব্যাধি আন্‌লি দেশে মাথা ঘুরা বুক জ্বালা।
অল্প বয়সে পাকে চুল, কথায় কথায় লাগে ভুল,
রোদের সময় না কূল বাসা নেয় গাছের তলা।
টিনে বলে তাই অভিমানে, বুঝবি কি তুই আমার মানে,
শক্ত আমি ঝড় তুফানে মহাজনে বাঁধে গোলা।
আসল কথা তোরে শুনাই, আগুনে তুই ভস্ম আর ছাই,
সেই আশঙ্কা আমাতে নাই তাতে হই আমি উজালা।
ছন বলে তা বটেরে বটে, দেখেছি গঞ্জের হাটে,
ছুটছে আগুনের চোটে জ্বলে পুড়ে মুখ কালা।
মনো কয় ভালরে ভাল, এখনে রায় দিতে হল,
টিনের ঘরের কাজ নাই আমার, বাঁধ ছনের একচালা ॥ ৭২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

নালতা আর ধনে একদিন লাগ্‌ল ঘোর বচসা,
শুনে সব গ্রামের লোক, দেখ্‌তে এল তামাসা।
নালতায় কয় ধানের মন্দ, সকল জমি করলে বন্ধ,
তোমার লাগি পারলামনা আমি একা হতে বাদশা।
আমি যারে কৃপা করি লোহার সিন্দুক টিনের বাড়ী
নাম খুলায়ে দেই বেপারী, নারায়ণগঞ্জে যাওয়া আশা।
চল্‌তি হয় তার রাজ্য ছাড়া, কথা কইতে দেয় হাত নাড়া,
যত ছোট মানুষ বড় করা, আমার কার্য্য হামেসা।
নানা রঙ্গের ধুতী শাড়ী, আনি দেই গৃহ নারী–
পড়ে বেড়ায় কুটুম বাড়ী, কি সুন্দর খাসা।

ধান বলে রাখ বাহাদুরী, কার জোরে হায় দৌড়াদৌড়ি,
আমি যদি জগৎ ছাড়ি হবে কি দশা।
শুন্‌বলি ওরে জঘন্য, ক্ষুধায় যদি না পায় অন্ন,
সকল হয়রে ছিন্ন ভিন্ন, মান্য গণ্য সব মিছা।
মনোমোহন কায় সত্য বটে ধান থাক মোর শিরে উঠে,
হা ভাত এল নালতার ঠোঁটে, ক'রনারে গোসা ॥ ৭৩ ॥
রাগিনী ঝিঝিট – তাল কাওয়ালী।
ছবকি ধামালে আমার কান করে ঝালাপালা।
এখনে বাজাইয় দাও ঢিমে একতালা।
মধ্যমানে মধ্যমান, আটকাইয়া ধর প্রাণ,
মূলতানে উজান গেয়ে, ধেয়ে যাক্ উপরতলা।
চৌতালে হয়ে চৈতাল, বেতালেতে দিচ্ছে তাল,
খেমটা কেয়াল তাল দিওনা, থাক্‌তে দাও নিরালা।
সুর তাল লয় জ্ঞান, জানিনা অতি অজ্ঞান ;
মনোমোহন কয় ধরা দে, প্রাণ, প্রাণের তানে এই বেলা। ৭৪ ॥

রাগিণী আলেয়া – তাল ঠুংরী।

টাকার থলি ভিক্ষার ঝুলি দুজনাতে ভারী গোল।
কেহ কারে নাহি ছাড়ে, বলে কড়া কড়া বোল।
ক্রোধে অতি হয়ে অন্ধ, থলি কয় ঝোলাবে মন্দ ;
বলে আমার কতই ছন্দ, বাজাই আমি ঢাক ঢোল।
তুই বেটা হাবাতে এস, কাছে বস্‌লি কোন সাহসে,
সবাই কাঁপে আমার ত্রাসে, কানা কড়ি তোমার মূল।
ঝুলি কয় কাঙ্গালের মত, শুন্‌রে থলি বুদ্ধি হত ;
কি সাধ্য তোর আমার মত, আমি দেই অকূলে কূল।

থলির মোজাজ গরম ভারী, বলে রাখ্ তুই সাধুগিরি,
রাজা উজির আমি করি, হীরার রালা সোনার ফুল।
ঝুলি কয় রাখ্ বাহাদুরী, জাঁকজমক তোর দণ্ড চারি,
আমি যারে কৃপা করি তারে দেই সংসারে মূল।
ভেবে কয় মনোমোহন, সাক্ষী রূপ সনাতন,
গৌর নিতাই তারা দুভাই মুকে হরিহরি বোল ॥ ৭৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

আজ একটি রঙ্গের কথা বল্‌তে এলেম,
শুন্‌তে যদি ভাল লাগে।
গাঙ্গ পার হয়ে বলব আমি,
ভয় নাই আমার বুক ঠুকে।
পড়ছি আমি এ, বি, সি, ডি, হাতে দিছি সোনার আংটি,
চেহারাখান পরিপাটি, চেইন যড়ি ঝুলিছে বুকে।
চোখ থুয়ে হয়েছি কাণা, চশমা চোখে বাবুয়ানা,
স্ত্রীর গায়ে সোনার গয়না, ছেঁড়া তেনা দেই মাকে।
মনে মনে করি বিচার, জ্ঞান ছিল না বাপ দাদার,
শব্দ শুন্‌লে শঙ্খ ঘন্টার, অমনি ফেলি কান ঢেকে।
দেখ্‌লে পরে বাউলের দল, হেট মুখ করি বাকি কেবল,
সাহেব বিবির চরণ কমল, পাই যদি হায় রাখি বুকে।
বেদ বেদান্ত চাষার গান অলীক, সাহেব দেয় প্রমাণ,
হায় বিবিজান, হায় মেরেজান, রায় বাহাদুর কয় লোকে।
হেয়ালি প্রবন্ধে কই, বল দেখি আমি কে হই,
মনোমোহন কয় হবে ঠিকই, অসুরের মত লাগে ॥ ৭৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট –তাল ঠুংরী

এসে আমি ছিলাম ভাল, এখন বড় লাগে ভয়।
যারা আদর করে কোলে নিত তারা কেন কুকথা কয়।
লেখা পড়া শিক্ষা করে, বিঘা আমার গেছে বেড়ে
বুদ্ধির জোরে কৌশল করে যারে তারে করছি জয়।
একথা সেকথা বলি, যারে তারে দিচ্ছি গালি,
দীন হীনকে পদে দলি মুখে সদাশয়।
ছেলের বিয়ে বড় ঘরে, মিথ্যার জোরে মামলা করে।
দালান দিছি কুঁড়ে ঘরে, আমার মত কেহ নায়।
গরীব বেটা খেতে পায়না, তবু বলি সুদ দেয়না,
ডিক্রি জারীর পারওয়ানা তার বাড়ীতে জারী হয়।
বেড়ে গেছে বড় পশার, রায় চৌধুরী খেতাব আমার,
তার মুখে মারি পয়জার, যে মোরে বুদ্ধিমান কয়।
থাক্‌লে বুদ্ধি দেখতাম চেয়ে, শিশুর মত থাকতাম হয়ে,
মনো কয় ভাই বুদ্ধি খেয়ে, একালে বুদ্ধিমান হয় ॥ ৭৭ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার – তাল ঝাঁপ।

তারে নারে তানা না না
তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ বাজাও রে ভাই।
সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা,
সারে গা আলেক সাই।
তা রে তা রে তালাস করে,
গা মা পা ধা নি সা গারে,
তা রে না রে তানা না না,

সুর তান লয় মূর্চ্ছ না,
মনোত জানেনা তাই।
ধাগে তেটে ধাগে তেটে,
ভাব এসে যখন জুটে,
বেসুরাতে সুর লাগাই ;
উথ্‌লে উঠে মনের মণি
প্রাণ দিয়ে প্রাণ টানা-টানি,
প্রাণের দোসর হল তাই।
ধা গে ড়ে না গদ্দি,
বাজাইয়ে আপ্তাবদ্ধি,
গায় গুণী জন ঠাঁই। ৭৮ ॥

রাগিণী ঝিঁজিট – তাল কাওয়ালী।

নামে রূপে দুজনাতে লাগ্‌ল ঘোর বচসা।
শুনে সব সাধু গুরু দেখ্‌তে এল তামাসা।
নামে কয় রূপের মন্দ, নামে রূপে দোঁহে দ্বন্দ্ব,
শুনিতে বড় আনন্দ, জবানবন্দি দেয় খোলাসা।
নাম বলে আমি কাণ্ডারী, সাজাইয়া ভবের তরী,
সাধু জনায় পার করি, যে করেছে আশা।
রূপ বলে ক্রুদ্ধ হয়ে, আমি দেই চক্ষু ফুটায়ে,
অন্ধকারে আলো দিয়ে, তবে হয় রাস্তা খোলাসা।
নাম বলে তুই বেটা অন্ধ, কেন করিস্‌ মিছে দ্বন্দ্ব,
আমি ঘুচাই সকল সন্দ, ছুটাইয়া দেই কুয়াসা।
দুজনায় দেখে বিকল, মনোমোহন হাসে খল খল ;
বিবাদভঞ্জন করে বলে, প্রভেদ নাই তার রতি মাষা ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল যৎ

সুরে তালে দুজনাতে হল রেষারেষি,
শুনিয়া দুনিয়ার ওস্তাদ জমা হইল আসি।
সুরে কয় তুই বেটা তাল, আমারে করলি নাকাল ;
চল্‌তে নারি স্বাধীন চাল, কেবল কর ঘুসাঘুসি।
তালে কয় সুরের মন্দ, আমি করি ছন্দো বন্ধ,
তাহে হও তুমি পছন্দ, লোকের মনে হয় খুশী।
সুর বলে তুই বড় মূর্খ, শুনতে লাগে অতিরুক্ষ,
আমি কেমন সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, মিষ্টি মিষ্টি দেই হাসি ;
তাল বলে হাসির ছটা, আমি নৈলে দেখত কেটা,
মেজে ঘসে রূপের ছটা, ফুটাই দিবানিশি।
মনোমোহন কয় একি বালাই, ক্ষান্ত হও আবশ্যক নাই
তোমরা দুজন ভগ্নী আর ভাই ক্ষান্ত দাও এখানে আসি। ৮০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

মৎস্য মাংস নিরামিষে দ্বন্দ্ব হলো ঘোরতর।
দেখে সব জগতের লোক হল আসি একত্তর।
মৎস্য মাংস কয় সরোষে, দুর্ব্বল করে নিরামিষ ;
বলীর বল বাড়াইতে মোরা নিত্যই আছি অগ্রসর।
হিন্দুনারীর স্বমী মইলে, নিরামিষ খায় দুঃখে জ্বলে,
হয়ে শক্তি হারা কপাল পোড়া যৌবনে হয় জড়সড়।
যত সব অভাগার ছেলে, তারা মোদেরে মন্দ বলে ;
তন্ত্র শাস্ত্র দেখ খুলে, বিধি আছে বহুতর।
না হইলে শক্তি বৃদ্ধি হয় না কখন শক্তি সিদ্ধি,

তাই রয়েছে শিবের উক্তি, পঞ্চমকার কর নর।
তা' শুনে নিরামিষে কয়, ওসব কথা রাখ মহাশয়,
মিলে যত সব দুরাশয়, জীব হিংসা করে মর।
সর্ব্বদা মাংস ভক্ষনে, হিংসা বৃত্তি বাড়ে মনে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, সবাই বাড়ে খরতর।
নিষ্কামী বৈষ্ণবের প্রাণে, আমি দেই বৈরাগ্য এনে,
শুদ্ধা ভক্তির আকর্ষণে, পবিত্র হয় অন্তর।
তুই বেটা জোর জবরে, দ্বন্দ্ব লাগাস্ ঘরে ঘরে ;
আমি যত পরস্পরে, টেনে আনি একত্তর।
করে দেই চিত্তশুদ্ধি, প্রাণে দেই শুদ্ধা ভক্তি,
মনোমোহন কয় ভাল উক্তি যার যা রুচি তাই কর।
না হইলে ভাবের সঞ্চয়, নিরামিষে কিছু না হয়,
স্বভাবে যার আছে সত্ত্ব কাজ নাই তার বিধি বিধানে ॥ ৮১ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী।

পান তামাকে দুইজনাতে বিবাদ হয়।
দেখে সব রাজা প্রজা, শুনতে এল সমুদয়।
পানে কয় তামাকের পোয়া, তুইত কেবল ধুয়া ধুয়া,
আমি আসল তুমি জুয়া, বৃথা করিস্ অর্থ ব্যয়।
আছে তোমার যত ভক্ত, কাশ্‌তে কাশ্‌তে চক্ষু রক্ত ;
আমাতে যে অনুরক্ত ঠোঁট দুখানা লাল হায়।
কাছে ছিল গাঁজার কল্কি, ভারি রাগ তার শুনে কয় কি –
মুখ সাম্‌লায়ে বলিস সখী, করব নৈলে বিপর্য্যয়।
তামাকে কয় বটেলা বটে, মানুষগুলো খেটে খেটে,
শ্রান্ত হয়ে ধূলার চোটে, শান্তি লাভে সে সময়।

গাঁজা কয় আমিতো মজা, লোকের বুদ্ধি করি তাজা,
পানে কয় পশ্চাতে সাজা, রক্তস্রাবে মৃত্যু হয়।
আমি পান সকলের মনে, স্ফুর্তি দেই রাত্র দিনে,
দেবতারাও আমায় মানে, ইতিহাসে ডেকে কয়।
পান তামাকের দেখে দ্বন্দ্ব, মনোমোহন কয় কর বন্ধ,
কলির জীবে দুইই সমান, গাঁজা কিন্তু ভাল নয়। ৮২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোফা।

নাম বল্‌ব না আমি কে –
তাই বলতে হবে তোমাদের।
ওসল বাকী ঠিক দিয়ে ভাই,
পর পৃষ্ঠায় আনবি জের।
ছিলেম কোথা, এলেম কোথা,
আছি কোথা, যাব কোথা,
জানিনা তার একটি কথা,
ভাঙ্গতে নাহি পারি ফের।
ঘর বাড়ী নাই আছে বড়াই,
পান্থ শালায় দিন রাত কাটাই,
আমার আমার করে বেড়াই,
আমি কিন্তু নাই আমাদের।
ভিটির উপর ছয় বলদে,
শিং দিয়া সদাই খোদে,
আট রশিতে রাখতে বেন্ধে,
সামনে দিয়ে খইল খেঁর।
ভার্ষা দুটি সবাই চিনে,

ঝগড়া করে দুই সতীনে,
সর্ব্বদাই টেনে টুনে,
করে দেয় বাড়ীর বাহের।
মহালের নাই খোঁজ খবর,
কেবা আপন কে হয় বা পর,
আছে একখান রঙ্গের ঘর,
আমার নয় ভূত বেটাদের।
শুয়ে শুয়ে স্বপন দেখি
বিবিজান মারছে উকি,
টাকা, পয়সা, আধুলি, সিকি,
সুদ বাকী হয়েছে ঢের।
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই,
সর্ব্বদাই দেখতে পাই,
সে দিকে না ফিরে চাই,
বিবাহ চাই নাতিনের।
হেয়ালি প্রবন্ধে কই,
বল দেখি আমি কে হই ?
মনো কয় হবে ঠিকই
মানুষ তুমি কলিকালের ॥ ৮৩ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

পাগলারে মন –
যে তোরে করেছে সৃষ্টি ভাব তাহারে।
তুচ্ছ কর লোক নিন্দা,
মান অপমান দেও ছেড়ে।

ছিলে বা কই, এলে বা কই,
ভাব বসে যাব বা কই,
আমি তুমি কার বা কে হই –
কার চাকরি কেবা করে।
জন্ম মরণ আছে লেখা,
পাবিনা তুই কারো দেখা,
যেমন চিত্র পটের চিত্র আঁকা –
ধরগে সেই চিত্র করে।
খেলার ঘরে হয়ে গুটি,
আসল কাজে দেখি ত্রুটি,
মনোমোহন কয় মোটামুটি –
উজান চল ভাটি ছেড়ে ॥ ৮৪ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল ঠুংরী

কি আর –
চাহিব নাথ তোমারে ছাড়ি,
জীবনের –
আশা তুমি, তৃষিতের পয়-বাড়ি।
এই কর বিশ্বপতি
তোমাতেই থাকে মতি,
বাঁধা রহে মনঃ প্রাণ–
চরণে তুঁহারি।
তব রূপ ভাবনায়,
জগত ভুলিয়া যাই,
মহাপ্রেমে ডুবে থাকি–
দিবস শর্ব্বরী ॥ ৮৫ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল একতালা।

ভাবতে ভাবতে একদিন ঘটে।
তাই বলি মন,
এই নিবেদন,
ভাব বসি অকপটে।
বায়ে যাক্না যুগ যগান্ত,
হয়ে যাক্না প্রাণ অন্ত ;
তথাপি হইও না ক্ষান্ত,
ভাবের ডুরী ধর এটে।
থাক্লে পরে ভাবীব ভাবে,
আজ না হয় একদিন হবে ;
ফুট্লে আলো আঁধার যাবে,
কর্ম্ম ডুরী সকল কেটে।
ভাবাভাবে ভাবলে পরে,
কখন যেতে হয় না ফিরে,
মনোমোহন কয় পায়ে ধরে,
ভাবের ঘরে আছে বটে ॥ ৮৬ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল একতালা।

ভবের বাজার হাসপাতালে –
রোগীর আর্ত্তনাদে হৃদয় কম্প,
কান ফেটে যায় কোলাহলে।
যত দেখ সুখী ভোগী,

কেউ ভাল নয় সবাই রোগী
চিন্তা জ্বরে জ্বলে মরে,
এ জ্বালা জুড়ায় না জলে।
পুত্র কিম্বা পতি শোকে,
যা হয়েছে কারো বুকে,
জল ঝরিছে সবার চোখে,
ঔষধি তার নাহি মিলে।
দীনহীন কি ধনী মানী,
ঠিক নাই কারো মনের মণি
ঘুমে মরে দিন রজনী,
হৃদয় জ্বলে দাবানলে।
কাম কামিনী রাজা যক্ষ্মা,
এ রোগে নাই কারো রক্ষা,
ধন্বন্তরী দিচ্ছে ব্যাখ্যা,
অসাধ্য নিদানের বলে।
যদি হয় অসাধ্য ব্যাধি–
হরির নামই মহৌষধি,
মহাজনে দিচ্ছে বিধি,
বেদ বিধি কোরাণে বলে।
মনোমোহনের মনোরথ,
তাই ভেবে না পেয়ে পথ,
গাছ তলাতে করছে বসত,
যা হবার কপালে ॥ ৮৭ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল খেমটা।

হরি প্রেমসাগরে ভক্তি ভরে –
ডুব দিয়া মন থাকরে।
শিশুর মত সরল হয়ে,
কাতর প্রাণে ডাকরে।
দারা সুভ পরিজনে,
কি করবে তোর ধন মানে,
ধর্‌বে যে দিন কাল শমনে,
ভাঙ্গবে সকল জাকরে।
কাছ থেকে না গেলে দূরে,
শিশু বৎস হাম্বা করে ;
ডাক দেখি মন তেমন করে
রেখে অনুরাগ রে।
হরি হ'তে নাম ভারী,
নামের সহিত আছেন হরি ;
সদায় বল হরি হরি
ঘুচিবে বিপাক রে ॥ ৮৮ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল কাওয়ালী।

পারলেম নারে স্বভাব বানা'তে।
সন্ধ্যা পূজায় কি হবে হবে তায়,
না থাক্‌লে মন আপন জোতে।
কি করব আর বল আমি,
অন্তরেতে অই রাম রামী,

কিছুতে না যার ফইছকামী,
সুখী হয় সে খোস নামীতে।
সোনার খাঁচায় পালতেছি কাক্‌,
যায় না তার স্বভাবের ডাক্‌,
দুধ কলাতে মন উঠে না,
তুষ্ট বিষ্ঠা ভক্ষণেতে।
নিজে হয়ে বেদম বেহুস,
খু'জে বেড়ায় পরোর দোষ,
কথায় কথায় করতেছে রোষ,
অবিচারে যাতে তাতে।
পাজী মন কথা শুনেনা,
চোখ থু'য়ে হয়েছে কানা
ঘুরে ফিরে তা না না না,
আনা গোনা দিতে রাতে।
স্বভাব হয় সাধনের মূল,
স্বভাবেই ফুটে ফুল,
এ কূল সে কূল গেল দুকূল,
পারলাম না স্বভাবে নিতে। ৮৯ ॥

রাগিনী ভাটিয়াল – তাল কাহারবা।

যত সব গাছ পাগলে, পাগল বলে তারা আমায় কয়।
তারা যে পাগলামী করে, সেই কথার কে নিকাশ লয় ॥
মাতালে কয় আমি মাতাল, তাইতে মুখে উঠে চৈতাল,
লেংটা পোংটা যত বৈতাল, কারোরে করিনা ভয়।
চাইনা ভাল থাক্‌ তা তাদের, মন্দ আমার আমি মন্দের,

চালুনী চায় সূচী ছিদ্রের, নিন্দা করে বড় হয়।
ফাঁক্ তালের এ ফাঁকা হাসি, কখন ভাল নাহি বাসি,
কাজে নাই আমার গয়া কাশী, জগৎবাসী আমার নয়।
সব মানুষে উজান রেখে, চলছি আমি ভাটির দিকে,
যাব আমি ঘোর নরকে, স্বর্গ যেন তাঁদের হয়।
যার লাগিয়ে পাগল খোঁটা, তারে পাইলেই ঘুচে লেঠা,
চায়না মনো দালান কোঠা, কিন্তু দয়া হলে হয়। ৯০ ॥

রাগিনী ভাটিয়াল – তাল কাহারবা।

তরী বাইয়া যারে নাইয়া, জুমারি জুমারি,
হাল দিয়ে কাণ্ডারীর হাতে, দাঁড় টান ভাই তাড়াতাড়ি।
পাড়ি দিতে অকূল নদী আসমানে করেছে আঁধি,
ভয় ক'রোনা নিরবধি, গেয়ে চল নামের সারি !
পালের দড়ি কুবাতাসে, হাত রেখ পাছায় বসে,
আড়ি ধরে টান কষে, সুবাতাসে দিও ছাড়ি।
ভ্রান্ত হলে পান্থের কাছে, সুধাইও পথ মাঝে মাঝে,
সে পথ যাদের জানা আছে, অজানা বিষম বৈরী।
পড়লে নায়ের হট্টগোলে, ঐ কাণ্ডারীর চরণতলে,
পড়ে থেক বিপৎ কালে, সাম্লিয়ে দিবে তরী।
মনো কয় যার মাঝি সুজন, ভাগ্যবান নাই তারি মতন,
মাঝির গুণে অধঃপতন, হলেম এবার মরি মরি। ৯১ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল ঝাপ।

দীন-বন্ধু বলে আমি, ডাকিব না তোমায় আর,
গুছাইয়া কাছে ভঙ্গ, দিয়েছ তুমি আমার।

দীন-বন্ধু যদি হতে, দিনের পানে ফিরে চেতে,
কান্দলে কোলে তুলে নিতে, মুছাইতে অশ্রুধারা।
হলে তুমি দয়াময়, কাঙ্গালের ছিল না ভয় ;
ভয় পেলে পেত অভয়, দূরে যেত দুঃখভার।
করুনাময় হলে পরে, নিরানন্দ যেত দূরে,
পড়ে আছি অন্ধকারে, কর্মডোরে বাঁধা সংসার। ৯২ ॥

রাগিণী শংকরীভরণ – তাল ছবকি।

নারদ ঋষি, মনে খুসী, বীণা বাজায় হরিনামে,
দেব নরে নৃত্য করে করে একতানে স্বর্গধামে।
স্ত্রী–পুরুষ সবে মিলি, হুলুধ্বনি করতালি,
গৌর নিতাই তারা দুভাই নাচছে দাঁড়ায়ে বামে।
কৃষ্ণ প্রেমে কুতূহলে, মুখে কালী কালী বলে,
কালী কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু, রাধারাণী সীতা বামে।
রূপসী উর্ব্বশী সুখী, বাজে বাদ্য ধিকি ধিকি,
দৃমিকি দৃমিকি তাক্, ধেকে, তেটে, যামে যামে। ৯৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

আমার ভাঙ্গা প্রাণ কে দিবে জোড়া,
গড়ুতে গেলে আরো ভাঙ্গে হ'য়ে যায় যে দফা সারা।
কি ঔষধি আছে তার, কে জানে বা প্রতিকার
জিজ্ঞাসিলে বলে দেব, আরো তাতে দিতে পোড়া
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, প্রতিঘাতে অগ্নি ছুটে,
উড়ে যায় আর পড়ে থাকে, ভাঙ্গা প্রাণের এমনি ধারা। ৯৪ ॥

রাগিণী ফকিরিচাঁদের সুর – তাল একতালা।

ফকিরি লওয়া নয় সামান্য
হতে হয় অনন্য মনা, অতিশয় অতি নগণ্য।
দয়া ধর্ম করুণাচিত, সুশীর শান্ত বিনীত,
চিন্তা সদা পরিহিত, মিষ্ট ভাষী স্বভাব দৈন্য।
হিংসা নিন্দা ঘৃণা লজ্জা, কিছু নাই তার সাজ সজ্জা,
নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম না আছে তার পাপ পূণ্য।
দয়াল নাম সদা বদনে, অন্য কথা শুনে না কানে,
মত্ত হয়ে প্রেমের টানে, মান ছেড়ে হয় জগতমান্য। ৯৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল একতালা।

তুমি তোমার আমি আমার, এই কথাতে জগৎ চলে,
তুমি আমার আমি তোমার, এই কথা পাগলে বলে।
বুঝবি কি পাগলের বলি, আমি ক'য়ে সব হারালি,
ঠকাইলি না ঠকে গেলি, জ্ঞানের বাতি দেখনা জ্বেলে।
ছিলি বা কই এলি বা কই আছিস বা কই ভাবছিস্ তা কই,
আমি আমার কোন্ বুঝে হই, দেখেলি তা কই বুদ্ধি বলে।
ঐ এক বেটা কানে কানে, কয়ে গেছে বুঝ সন্ধানে,
খুজ্‌লে পরে বুঝবি মনে আগে পাছে মিল করিলে।
ছেড়ে আসল ঘড়ির কাঁটা, ভাবলি কেবল নয়টা দশটা,
বাজনা বাজে হৃদয় মাঝে শব্দ ফূটে কোন কলে।
কে বাজায় কোথায় বসে, আর যাবি তার উদ্দেশ্যে,
মনো কয় চল মন দেশে, বিদেশে বিপাকে ম'লে। ৯৬ ॥

রাগিণী মুলতান – তাল কাওয়ালী।

দেহ মন পবিত্র হইবে যদি,
হরি গুণগান তবে কর মন নিরবধি।
পরিহরি লজ্জা ভয়, বল হরি দয়াময়,
হিংসা নিন্দা ত্যাজ্য করে, কুলমানের দাও সমাধি।
আত্মপর মিথ্যা জ্ঞান, অহঙ্কার অভিমান,
কর জলাঞ্জলি দান, লভিবে পরম নিধি। ৯৭ ॥

রাগিণী বাউলের সুর ফকিরি সুর – তাল খেমটা।

আজব দুনিয়া ভাই বড় তামাসা,
এই দেখি এই নাই হয়ে যায় সকল ভরসা।
আস্‌মানে বানায়ে ঘর তার ভিতরে বাসা,
যার লাগিয়ে খেটে মর সেই কর্মনাশা।
ভুলাইতে কামিনীর মন দিছ ভালবাসা,
আসবে শমন বাঁধবে যখন, বুঝবি মেয়ের নেশা।
একদিন যে তোর লইতে হবে গাঙ্গের কূলে বাসা,
হরদমে জাগাইও দিলে আর হবে না আসা।
দীন হীন মনোমোহন কয়, করিয়ে খোলাসা,
দুই চক্ষু বুঝিয়া গেলে, সম্পর্ক নাই রতিমাসা। ৯৮ ॥

রাগিণী মুলতান – তাল কাওয়ালী।

অকূলে ভাসে তরী,
গেছে বেলা।
আকাশের কালমেঘ,

বাতাসে করে খেলা।
আসে আঁধারে ঘিরে,
হেলে দুলে আলোক বেতেছে সরে,
অই হের ধীরে ধীরে,
(ওগো) গম্ভীর গরজনে তরঙ্গ আসিছে ধেয়ে
সুদুর বেলা। ৯৯ ৷৷

রাগিণী সিন্ধু কাফী – তাল কাওয়ালী।

মনে মুখে আলাপ করে,
অতি গোপনে।
পাড়ার লোকে শুন্‌লে পাছে,
লজ্জা দুজনে।
মুখে কয় হরি হরি,
মনে চায় বাবুগিরি,
বাক্‌স ভরা টাকা কড়ি
জমিদারী কিনে।
মুখে কয় সন্ধ্যা নামাজ,
মনে কয় সহেনা ব্যাজ,
কত কাজ ধরি ব্যাজ,
ভাবে সন্ধানে
মুখে সত্য সরলতা
মনেতে কপট গাঁথা
ভিতরে কালী উপরে সাদা,
দেখি নয়নে।
প্রকাশিয়ে গৃহ ছিদ্র

মনোমোহন হয় অভদ্র,
মনে মুখে হয় একত্র ;
তত্র হরি দেখ ধ্যানে। ১০০ ৷৷

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঠুংরী।

দিনের দিন কি এমনি যাবে,
আমি ভেবে মরি তাই, আমার উপায় কি হবে।
তোমারি আজ্ঞায় আসিয়ে ধরায়
বল নাথ হয় ! বিড়ম্বিত কেন তবে।
আশায় আশায় মরি পিপাসায়,
বৃথা ভাবনায় আছি সদাই ডুবে।
খেলে মিছা খেলা, কেটে যায় বেলা,
তব নামের মালা, গলে দিব কবে।
ছেড়ে গণ্ডগোল, হয়ে উতরোল,
হরি হরি বোল বলবে বদন কবে।
হয়ে আত্মহারা, বেয়ে চোখের তারা,
পড়বে অশ্রুধারা, আপনার নিজ ভাবে। ১০১ ৷৷

রাগিণী প্রসাদী – তাল একতালা।

মন তুমি আছ কোন তালে ?
দিন থাকিতে লও হরিনাম, কাঁদবিরে দিন গেলে।
কার বা বাড়ী কার বা ঘর, কে হয় আপন কেবা পর,
কোন দিন জানি টান দিয়ে লয় তোরে কোলে।
কোথায় রবে রঙ্গ তামাসা, কোথায় যাবে মনের আশা ;

দালান কোঠা, ভাঙ্গবে বাসা, ভস্ম হবি গাঙ্গের কুলে
চক্ষু কর্ণ নাকে মুখে, সাফ্ করিছ সাবান মেখে,
পুড়ে যাবে আগুন লেগে কিম্বা কাকে খাবে খূলে।
মাটির দেহ হবে মাটি, হওয়ার আগে হওনা খাঁটি,
ছেড়ে দাও সব পরিপাটী, লাঠী শোটা রাখ তুলে।
শুন্‌রে মানুষ বলি তোরে, স্বপন দেখিস্ নেশার ঘোরে,
ভাঙ্গলে নেশা পাবি দিশা হিসাব দিতে লাভে মূলে।
মনোমোহন কয় বিনয় করে, ধান্দা বাজী বুঝে নেরে,
আন্ধার মত ঘুরিস্ নারে জাক্‌বে হরিবল বলে। ১০২ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী।

ওগো চিন্তে, আমি থাক্‌তে তুই যাবি কই,
আমি তোরে সঙ্গে নিব, যেদিন হব চিতা সই।
তুই চিন্তে সতত চিতে, দিন রাতে খেয়ে শুতে ;
তোর জ্বালা পারিনা সইতে, কার কাছে তোর কথা কই,
তুই বড় হাবাতে মেয়ে, খেলা করিস্ আমায় লয়ে,
তোর স্বভাবে স্বভাব দিয়ে, কখন দেখি রাজা হই।
কখন দেখি কুঁড়ে ঘরে, ভাত জুটেনা উদর ভরে ;
তোমারে জড়ায়ে ধরে, অভাবে ভাব নিয়ে রই,
জনম গেল ভাবতে ভাবতে, কুল পাইলাম না খাট্‌তে খাট্‌তে ;
পারলেম না তোর মন যোগাতে, এমন মেয়ে আছে কই,
মৃত্যু কণ্ঠা এলে রঙ্গে, সই পাতাব তাহার সঙ্গে ;
মনোমোহন কয় লীলা ভঙ্গে কদিন যদি সুখে রই। ১০৩ ॥

রাগিনী বাগেশ্রী – তাল কাওয়ালী।

হরি মঙ্গলময় নাম তোমার,
হর পাপ তাপ দুঃখ দুর্গতি অনিবার।
বিষয় বিষ কলুষে হয়ে আছি হারা দিশে
না হেরি জলন্ত জ্যোতিঃ তব মহিমার।
কি জানি কি হবে গতি, হে নাথ বিশ্ব বিভুতি,
অসীম ভব জলধি কেমনে হইব পাড়।
অপার করুণা তব, হবে কি কভু সম্ভব,
এ পাপীর পরিত্রাণ দয়াময় অবতার। ১০৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

শিষ্য হওয়ে –বিশ্বমাঝে
সেবাব্রতে প্রাণ সঁপিলে
স্বর্গেও তার ডঙ্কা বাজে।
খূলবি যদি যোগের মর্ম্ম,
শিক্ষা কর সেবা ধর্ম্ম,
তা বিনে আর নাহি কর্ম্ম,
মহাজন বিদি দিছে।
ভজনের বল কর্‌তে বৃদ্ধি,
সেবাই পরম সিদ্ধি,
সেবাতে সে পরম নিধি
বিকশিত রহিয়াছে। ১০৫ ॥

রাগিণী ভূপালি – তাল ঝাঁপ।

কি শোভা ধরেছে আজি অপরূপ মনোহর,
পূর্ণিমাতে প্রকাশিত পূর্ণকলা শশধর।
গ্রহ তারা সারি সরি
ফুটিয়াছে আলো করি,
যেন কোটী চক্ষু চেয়ে আছে,
কিছু নহে অগোচর।
দেখরে গগন তল,
কি সুন্দর নিরমল,
গাহিছে আরতি তাহে,
সুখে চকোরী চকোর।
এ সব বিভুতি যার,
ও মুঢ় মন আমার,
যুগল চরণে তাঁর
প্রাণ সমর্পণ কর। ১০৬ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঠুংড়ী।

বিলাসিতা লয় কর অবিলাস ভাব মনে,
কোলে থেকে চেয়ে থাকি অনিমেষে তোমার পানে।
ইন্দ্রিয় সেবাতে আন, অতীন্দ্রিয় রূপ ধ্যান,
মনে পূর্ণ বল দিয়ে সারবত্তা এ জীবনে।
শুদ্ধ প্রেমে সিদ্ধিদান – কর, দিয়ে পূর্ণ জ্ঞান,
ভুলায়ে রেখ না আর, মমতাদি অভিমানে।
তুমি আছ প্রেম সিন্ধু, হৃদয় গগনে ইন্দু,
দান করিয়ে বিন্দু বিন্দু, প্রেম কর সম্মিলনে। ১০৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

ওহে আমার প্রাণের হরি –
এই করে দাও আমারে।
হৃদয়ে তোমারে দেখি, হরষিত হয়ে থাকি,
হয়ে গিয়ে মাখামাখি, আনন্দ ভরে।
তুমি আমার প্রাণে প্রাণে, মিশে যাও শুদ্ধ মিলনে,
কাজ নাই আমার তুচ্ছ ধনে, পাইলে তোমারে।
সবখানা মন কুড়াইয়ে, তোমার শ্রীপদে দিয়ে,
মনোমোহন নিশ্চিন্ত হয়ে, থাকুক অন্তরে। ১০৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ - তাল একতালা।

কর বা না কর কাম, নাম সত্য জেনে রেখ ;
জন্ম মরণ আছে যখন আমোক্তারী দিয়ে রাখ।
পড়ুলে পরে ফেরে কারে, ডাক্‌তেই যখন হয় তাঁরে,
তবে কেন বারে বারে, তারে নারে করে থাক।
ভাবের গুরু ব্রহ্মময়, জীবের ভাগ্যে দয়াময়,
দয়াকে করি আশ্রয় ভক্তি করি প্রাণে মাখ।
মনের মতন হয় না কর্ম্ম, ইথে কি বুঝনা মর্ম্ম,
সত্যই রয়েছে ধর্ম মনো কয় বুঝিয়ে দেখ। ১০৯ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঝাঁপ।

কেনরে ব্যাকুল মন, ঘুরে ফির নিররধি।
দেখরে হৃদয় ধামে, রয়েছে পরম নিধি।
কারণ বারি আঘাতে, ছুটিল আলো জগতে,

সে কিরণ ধারা হইতেম ফুটিল জীব জলধি।
বিন্দু বলে পেয়ে নর, হইতে চাহে অমর,
ভ্রম কিবা আছে তার, আদি অন্ত একনিধি।
জ্ঞান অনুকূল কার্য্য, হৃদয় ধামে আছে রাজ্য,
কর্ম্মেতে লভিল বাহ্য, হইল মন সমাধি। **১১০** ॥

রাগিণী পিলু – তাল ঝাঁপ।

তোমার কৃপাসিন্ধু মাঝে, আমার পাপ বিন্দু পড়ে,
ঘোলা হয়ে যাবে বলে, থাক বুঝি দূরে সরে।
করেছি পাপ পেতেছি তাপ, আর বাকী রইল কি বাপ,
তুমি না করিলে মাফ, দীন হীনে দয়া করে।
আর ত নাহি পথ, ভগ্ন হলো মনোরত,
যা কর – দাসত্ব খত, লিখে দিছি জন্মের তরে।
তব কৃপাসিন্ধু জলে, ধূইয়া পাপ পঙ্কিলে,
স্থান দাও পদতলে, দয়াময় রূপ ধরে। **১১১** ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল ঠুংরী

আমার মত বোকা কয় জনা ?
আমি আমার বোঝা ভারী, ভেবে মরি জগৎখানা।
জ্ঞান তরুতে বেন্ধে কলম, কেটে এনে করলেম রোপণ,
পারি নাই তাই নিতে যতন, ভাল করে ষোল আনা।
না হতে শিখরে জোর, নাড়া চাড়া দিই প্রচুর,
না ধরতে কুল, আকুল হৃদয়, ফল পাড়িতে দেই হানা।
অহঙ্কারে মাতোয়ারা, বাগিচায় না দিলাম বেড়া,
ভাঙ্গল এসে আগাগোড়া, ছাগল গরু ভেড়ার ছানা।

গুরু দত্ত তত্ত্ব রস, না করে আপন বশ,
বিলাইলাম নিতে যশ, অপযশ তাই ঘুচিল না।
ছেলে বুদ্ধি কর্মদোষে, হারায়ে সব আছি বসে,
কি হয় জানি অবশেষে, ভেবে আকুল পাগল মনা। **১১২** ॥

রাগিণী বিভাস– তাল একতালা।

আঁধার রেতে পথ ভুলিয়ে –
আসিয়া পড়েছি হেথা।
প্রিয় সখাগম মানস করিয়ে
সহিতে লেগেছি এত ব্যথা।
বিজলী আলোক নয়নে চমকি
কহিয়া দিতে চায় মনের কথা।
সরম মরমে লুকিয়ে থাকিয়ে –
নিয়ত দিতেছে তাহাতে বাঁধা। **১১৩** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল টুংরী

সাজরে সাজ সমরে – ঐ শুন বাজে,
দেহ ক্ষেত্র রণক্ষেত্র, সুরাসুর দুই পক্ষ তারা।
স্মরণ মনন আদি চাকা দিয়ে রথে,
ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তাতে,
বল্‌গা রশি দেও বিবেকের হাতে,
সত্য ধ্বজা দিয়ে ছাড় হুহুঙ্কার।
পৃষ্ঠিতে বাঁধিয়া জ্ঞান দিব্যতুণ
আকর্ণ টানিয়া ধনুকের কোণ ;

ভকতি ছিলা লাগাও তাতে গুণ,
ভাবাবেশে শেষে করবে টঙ্কার।
আত্মশয় তাতে যোজন করিয়া
শ্রীগুরু চরণ কমল স্মরিয়া
ব্রহ্মপদ লক্ষ্য দাওহে ছাড়িয়া,
ব্রহ্মহত্যা পাপে হ'রে নে বিকার।
করতে যদি পার অব্যর্থ সন্ধান
অনিমিষ চ'খে থাকে যদি ধ্যান,
প্রাণ শরে বিদ্ধ হবে মহাপ্রাণ
ত্রাণ পাবে মনো কি ভয় তাহার। **১১৪** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল জাপ।

শুভ দিন হইল উদয়,
সবে মিলি গাও আজি –
জয় জয় দয়াময়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি
দেখরে দেখ সম্প্রতি,
অবতীর্ণ ধরাধামে
করে ধরি বরাভয়।
প্রেমের প্রতিমাখানি,
প্রেমময়ী মা জননী,
একাসনে সিংহাসনে,
সঙ্গে নিয়ে প্রেমময়।
দেখরে জগতে আঁখি
অনিমেষে মিশে থাকি,

রাজ রাজ্যেশ্বর আজি
হইলেন দয়াময়। **১১৫** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী

ও মন যাবে যদি ভব পারে !
ভুলনা তাঁরে, যে জন সৃজন লয় করে।
যাঁহার করুণা বলে, দেখরে জগতী তলে,
রবি শশী গ্রহতারা, সকলে আলো বিতারে।
অনন্ত জগত জন, পূজিবে যার চরণ,
লহরে তাঁর শরন, যাবে তাহারিও পদ ভাব,
সকলি হবে সম্ভব, ভাসিবে সুখসাগরে।
যিনি তাঁহারি চরণ, নাহি অন্য রত্ন ধন,
বলিরে মনোমোহন, রাখা সদা অন্তরে। **১১৬** ॥

রাগিণী পিলু – তাল একতালা।

অন্য খেলা খেবব না আর অন্য কথা তুলব না ;
নামের খেলা খেলব আমি কুসঙ্গে আর যাব না।
সে খেলায় খেলে বসি নারদে বাজায় বাঁশী,
শিব হলেন শশ্মানবাসী, তা কেন ভাই খেলনা
নামের খেলায় খেলবি যদি, শান্তি পাবি নিরবধি,
দূরে যাবে জরা ব্যাধি, শমনে ভয় রবে না।
ভিখারী কয় খেলাও এসে নামের খেলা হেসে হেসে,
বক্ষ তোর যাবে ভেসে, চোখে জল আর ধরবে না।
খেলাতে খেলার সাথী, পাবিরে তুই দিবা-রাতি,
দয়ময় নামের বাতি হৃদে জ্বেলে রাখনা। **১১৭** ॥

স্বরূপ নির্ণয়

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী ঠেকা

বিলাসেতে কর্ম্মযোগ পেয়ে পূর্ণ অধিকার,
প্রকাশিল চেয়ে দেখ সত্য রাজ্য কল্পনার।
মরুভূমে উপবন, ভবন হইল বন,
বন ভবন দর্শন, কি আশ্চর্য্য চমৎকার।
প্রকৃতি পুরুষ সনে, মিশিল শুদ্ধ মিলনে ;
ধরাধামে স্বর্গ এল প্রেমে পূর্ণ এ সংসার।
অসম্ভব যাহা ছিল, মুর্ত্তিমান দেখা দিল,
যত দোষ নিবারিয়ে, সত্য মিথ্যা একাকার।
মাতৃরূপা মহাশক্তি, পুরুষেতে পেয়ে স্থিতি,
দেখাইল শুভ্র বর্ণ, পিতা পুত্রে সাধনার।
অনুকূল হল বাঁকা, প্রতিকূলে ঋজু রেখা,
কি সম্বন্ধ জানা গেল, ঘুচে গেল অন্ধকার। **১১৮** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা

মুলাধারে সদায় স্থিতি, সহস্রারে করে গতি,
অনাহত বাণীর প্রকাশ।
দ্বিদলেতে ফুটে জ্যোতি, ষড়দলে কামরতি,
আসক্তি ভোগ বিলাস।
ষোল দরে স্বর গ্রাম, অবিরাম জপে নাম,
মেরু মধ্যে আছে মৃণালিনী।
অর্দ্ধ চন্দ্র মধ্যে বিন্দু, আহ্লাদিনী প্রেমসিন্ধ,
কেলি করে আনন্দদায়িনী।

ভক্তি সাধ্য চিন্তামণি, যোগেতে জাগে যোগিণী,
সাধকের চিত্ত তমঃ-নাশে।
যোগে হলে যোগাযোগ, তার খুলে প্রেম মুখ,
আপনি হাসায়ে তব হাস।
সে হাসিতে রবি শশী, একত্রে হয় মিশামিশি,
পূর্ণমাসী সুধা বৃষ্টি করে।
আস্বাদনে সে অমৃত, মৃত দেহ হয় জীবিত,
জীবন্মুক্ত এ ভব সংসারে। **১১৯** ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল যৎ

গুরু সত্য, ব্রহ্মময়।
যে ভাবেতে ভাব, সে ভাব উদয় ॥
অনন্ত এই বিশ্ব, দ্রষ্টা, দৃক্, দৃশ্য ;
ত্রিগুণে নির্গুণে লীলা নিত্যময় ॥
নিত্য নিরাকার, রহস্য সাকার ;
অনন্ত স্বভাবে ভাবের পরিচয় ॥
করে খণ্ড খণ্ড, ভাবরে অখণ্ড ;
স্বরূপে অরূপে ব্রহ্ম দয়াময় ॥
স্বভাব কর সিদ্ধি, হবে ভুত শুদ্ধি,
হয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যার উদয়।
পরাৎপরা বিদ্যা, নাশিবে অবিদ্যা,
হলে যুক্ত বিদ্যা সিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়।
কালে দিয়ে ফাঁকি, পাবে দিবা আঁখি ;
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড শুধু আত্মময় ॥
শক্তি আর চৈতন্য, দেখিবে অভিন্ন ;

জড় বস্তু জ্ঞান হয়ে যাবে লয় ॥
বাসনা, কামনা, কিছু রহিবে না,
ভাবে ভাব যুক্ত হইবে হৃদয় ॥
আশা-পথ চেয়ে, গাছতলাতে শুয়ে –
আছে মনোমোহন, হয় কি না হয় ॥ ১২০ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল খেমটা।

চেয়ে দেখ তুই আপনাকে,
এ গড়ন গড়িল কে, এ ভূষণ পড়িল কে ?
কার সাধ্য অবনীতে, গড়িবারে হেন মতে,
তুলনা যার ত্রিজগতে, কেহই না দেখে।
সর্ব্বশক্তি এক ঠাই, আহা বলি হারি যাই,
পঞ্চাত্মক ষড়রসে, পবন জল পাবকে।
আমি কিংবা তিনি এই, নতুবা কি যেই সেই ?
নাভি গন্ধে মৃগ যথা বন বন ভটকে। ১২১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

উঠলে – পড়তে হবে বলে উপরে উঠি না,
নামলে – উঠতে হবে, তাইত নীচে নামি না।
সমান জায়গায় বসে থাকি ডাক দিলে আমিও ডাকি ;
ফিরে আসতে হবে বলে – কাছে ভিড়িনা।
দুঃখ পাব আশঙ্কা করে, সুখ দিতে বলিনা তাঁরে ;
কাঙ্গাল হতে হবে বলে, রাজা হতে চাহি না।
হাসি দিলে – কান্দতে হবে, তাই আমি আছি নীরবে ;
নাচলে – প’ড়ে থামতে হবে, তাইত নাচিনা। ১২২ ॥

রাগিণী কাফি – তাল ঝাপ।

মজিল আমার মন নিবিড় আঁধারে।
সব সুখ ভুলিয়ে –
সতত কেবল আঁখি সেরূপ নেহারে ॥
কৃষ্ণ কালী ডুবিল প্রেমে, যে রূপ সাগরে,
সহজে মন অনুরাগে, চাহিল তাঁহারে। ১২৩ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল ঠুংরী।

চিরদিন অসমর্থ তব আজ্ঞা পালনে,
সদা পদ বিচলিত, তব পশ্চাৎ ধাবনে।
তোমারি প্রেরণা মনে, ধাইতে তব সদনে,
জড়িত কর্ম্ম শাসনে, পরাজিত সম্মুখ রণে।
তব রূপ যোগমায়া, নানা ভাবে ধরি কায়া,
আঁধারে যেন আলেয়া ছায়া করে ক্ষণে ক্ষণে ;
কি করি পারি না তারে, নিবারিতে বারে বারে,
আবরিত মুক্ত দ্বারে ভ্রুকুটি হেরি বদনে।
তব ইচ্ছা শিবাশিব, অপূর্ণ পুর্ণ বিভব,
লীলাতে নিত্য সম্ভব, অনুভব করি মনে।
অকৃত্রিম তব রাজ্য, কৃত্রিম কৌশল বাহ্য,
বীনা তাই তব কার্য্য ন্যায্য কি অন্যায্য মনে।
যদি বলি আমি করি, মীমাংসাতে দোষ হেরি,
তুমি কর বলতে পারি চাতুরী কেন সন্তানে।
আমি আমি তুমি তুমি কর্ত্তা কর্ম্ম পত্নী স্বামী
বায়ু জল তেজ ভূমি, কিছু নাই তে তুমি বিনে।
স্বামীত্বে আমিত্ব লয়, কবে হবে ব্রহ্মময়,

সেব্য সেবক দয়াময়, একত্ব প্রতি পাদনে !
কথন ডুবে কখন ভাসে অজ্ঞানে জ্ঞান প্রকাশে,
কখন আবার আঁধার এসে ঢাকিয়া রাখে সন্ধানে।
ভুত ভাব বিকাশয়ে, দেহ আলো ফুটাইয়ে,
দয়াল নামের দোহাই দিয়ে, পার হয়ে যাক্‌ দীনহীনে।
যোগাত্মা একাত্মা করি, রুদ্র রূপ সংবরি,
সাধ্য যোগে আইস হরি, ত্রিতাপ হরিয়ে প্রাণে।
হরি হরি ‘দয়াময়’ যোগে কর নিরাময়,
শ্রীপদ সেবাতে কর নিত্য যুক্ত দুই জনে। **১২৪** ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল কাওয়ালী।

উৎসর্গ হইল প্রাণ, আজি তব শ্রীচরণে।
ভয় কি বল আছে আর , যম যন্ত্রনা মরণে।
আমার বলে যাহা ছিল, সকলই তোমার হইল,
আমায় তোমায় মিলিল প্রেম সমুদ্র গন্থনে।
তুমি যাহা আমি তাহা, খাঁটি প্রেমে গেল মায়া।
বিশুদ্ধ ভাবের ছায়া আইল শরীর মনে।
ঘুচাইয়া মনোবাদ, হৃদয়ে দিলে সংবাদ,
বিদে বলে অমরতা, আশা পূর্ণ এ জীবনে। **১২৫** ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল ধামাল

সাধনা কি আছে আর বিনে আত্ম পরিচয়।
আমি বা কে, তুমি বা কে, কেবা আমি তুমি কয় ?
কার কর্ম্ম কেবা করে, কেবা বাঁচে কেবা মরে,
সৃষ্টি বা কি, স্থিতি বা কি, কেমনে কোথায় লয় ?

দুহিতা ভগিণী ভ্রাতা, জায়া পতি পিতা মাতা,
কেবা কোথা চেয়ে দেখ, ঘুচিবে সংশয়।
এক শক্তি থরে থরে, বিরাজিছে এ সংসারে,
সাধ্য কি, সাধনা করে করবে তুমি পাপক্ষয়।
আবশ্যক কর্ম্ম যাহা, সতত কররে তাহা,
পাপ পূণ্য, শূন্য এ বিশ্ব বিভূতিময়। **১২৬** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

যেরূপ সেরূপ, যেই নাম, সেই নাম, স্বভাবেতে আমি তুমি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম, সকলেরি মর্ম্ম তুমি।
যা দেখি ব্রহ্মণ্ডময়, তুমি ভিন্ন কেহ নয়,
সৃষ্টি স্থিতি তুমি-ময়, বায়ু, জল, তেজ, ভূমি।
জমা খরচ আগে পাছে, হিসাবেতে ঠিক মিলেছে,
মাঝখানেতে ঘুরতে আছে, বিশ্ব দৃশ্য নিঃশ্ব - কামী। **১২৭** ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল ঠুংরী।

আঁধারে ডুবিল রবি, রে মন ! মানুষ ছবি।
এস একবার ব’সে ভাবি, সবারি আরাধ্য ধনে।
কাল রাত্রি কাল জায়া, আধার রূপিণী মায়া,
শিব যোগে পেয়ে কায়া, ছায়া দান করে ভুবনে।
অপ্রেমের কার্য্য যত, প্রেম রাজ্যে সদাব্রত,
সামীপ্য যোগে সতত, দিতেছে শান্তি জীবনে।
সাধনে সাধ্য রতন, মানসে আছে গোপন,
শুরু রূপে হের সদা, নয়নে হৃদয়াসনে।

যে শক্তি অবলম্বনে, ব্রহ্মাণ্ড আছে বিমানে
ঘুরে রবি চন্দ্র তারা, উজলে বিশ্ব কিরণে।
সর্ব্বশক্তি সব হাতে, মধ্যবিন্দু হৃদয়েতে,
অভিছে সর্ব্বস্ব যোগ, তা হতে নিয়ত ধ্যানে। **১২৮ ॥**

রাগিণী টোরী – তাল আড়াঠেকা

অহিংসা পরম ধর্ম সত্যই যদি সত্য হয়।
সত্য ছেড়ে একে আর দ্বন্দ্ব তো উচিত নয়
হিন্দু কর মুসলমান, অধর্মী অতি অজ্ঞান,
ব্রাহ্ম আর খৃষ্টিয়ান, তারাও তেমতি হয়।
তারা কয় হিন্দুর ঘরে, যে গড়েছে তারে গড়ে,
মাটির পুতুল পূজা করে, ঘটায় বিপর্য্যয়।
বৈষ্ণবে কয়, শক্তি ধর্ম – কেবলি অসৎ কর্ম,
শক্তি কয়, বৈষ্ণব ধর্ম – কেবলি অধর্মময়।
কেহ কয় নিরাকার, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
হে বা ভাবে সকার (বলে) নিরাকার কিছু নয়।
ভাবরে সুবোধ জন, মনে মনে আপন মন,
ভেবে কয় মনোমোহন, সত্য যে, সে সত্যই হয়।
অধর্ম সে ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম হয় ?
সকল আত্মা ধর্ম্ম ময়, স্বভাবে বৈষম্য হয়।
কোরাণ পূরাণ বাইবেল কি বেদ, সকলে বলে অভেদ,
ভাবের ঘরে নাই ভেদাভেদ, অভেদী বেদেতে কয়।
মাটিতে সীমানা পু-তে, সবাই থাকে যার যার জোতে,
উপরে উঠলে পায় দেখিতে ইহা উহা কিছু নয়।

সত্যকে ধর্ম বীজ বলে, সত্যে দাও জীবন ঢেলে,
মিথ্যা অন্ন স্বপ্নে খেলে, পেট ভরে না অসুখ হয়।
ভেবে দেখ আগা গোড়া সাকারে কি নিরাকারে ;
যে নিত্য সে লীলা করে, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়। **১২৯ ॥**

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

দয়াল নাম সুধা করে বিতরে অমৃত কিরণ।
আয়রে জগতবাসী, লভিতে পরম ধন।
পাপী তাপী দুঃখী নর, হও সবে অগ্রসর,
জুড়াতে ত্রিতাপ জ্বালা, চরণ লও শরণ।
এমনি নামের গুণ, যেন বাতাস আর আগুন।
ঠেলে উঠে ফুটে ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ঘন।
সবে অবারিত দ্বার, ছোট বড় নাই বিচার,
দেখ্‌বি যদি আয় সকলে, ডাকিছে মনোমোহন। **১৩০ ॥**

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী।

কে জানে তাঁর রূপের অন্ত কতই রূপ সে ধরে।
অনন্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত ব্যক্ত চরাচরে।
অনন্তে অনন্তময়, না আছে তাঁর রূপের নির্ণয়,
সকল রূপে এক রূপ হয়, অরূপের ঘরে।
পশু পক্ষী কৃমি কীট তরুলতা উদ্ভিদ ;
আর কত বহুবিধ নিবিদরূপে বিহরে।
এক রূপ সব রূপ, দয়াময় নাম সুধা কূপ,
হেরিতে চিত্ত লোলুপ মনোমোহনের চিত্ত তারে। **১৩১ ॥**

রাগিণী ভূপালী – তাল কাওয়ালী।

অভাব স্বভাব তুমি, তুমি পূরণ অপূরণ।
তুমি ধর্ম্ম, তুমি মর্ম্ম, তুমি হে কর্ম্ম কারণ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, যথন ছিলনা তারা,
আঁধার ছিল অতি ভরিয়া বিশ্বভুবন।
একমাত্র ছিলে তুমি ; তোমাতেই ছিল আমি,
না ছিল আর আমি তুমি, বায়ু জল তেজ ভূমি,
তোমাতেই প্রভু তুমি, কৈলে সৃষ্টি আয়োজন।
বহুরূপে ধরি কায়া, বিস্তারিলে নিজ মায়া,
নর নারী পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা অগণন।
ভুতে ভুতে পেতে খেলা, হলে তুমি নিত্যলীলা,
যেই মাটির সেই মাটির ঢেলা, লুপ্ত বিকাশ, জন্ম-মরণ।
ত্রিগুণে নির্গুণে তুমি, স্বগুণেতে আমি, আমি,
তোমার কর্ম কর তুমি, আমার কেবল কথার কথন।
ছিলে তুমি আছ তুমি, আমি নই সে তুমি, তুমি,
ব্রহ্মাণ্ড তোমারি কোলে, তাই বল্‌তেছি আমি বলে,
আমি তুমি কথায় কেবল, নৈলে তুমি একজন।
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি বল, তুমি শক্তি,
তুমি প্রমাণ, তুমি যুক্ত, তুমি উক্তি, তুমি বচন।
তুমি বেদ, তুমি বিধি, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রীতি,
তুমি যাগ, তুমি যজ্ঞ, সন্ধ্যা, পূজা, করণ, কারণ।
তুমি তন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র,
ভেদাভেদ সকল তুমি, তুমি দৃষ্টি, তুমি দর্শন।
তুমি শিশু, তুমি বৃদ্ধ, তুমি সাধন, তুমি সিদ্ধ ;
তুমি সন্ধি, তুমি যুদ্ধ, তুমি ভজন পূজন।

তুমি আলো, তুমি ছায়া, তুমি মায়া, তুমি কায়া,
সদর নিদয় তুমি দয়া, যাচে দয়া মনোমোহন। ১৩২ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল লোফা।

চুপ করে মন ডুব দিয়ে থাক, ব্রহ্মানন্দ রূপসাঁগরে।
দেখ্‌বি যদি পরম রূপে, অপরূপ স্বরূপ এক করে।
নীরবে নির্জ্জন স্থানে, বস, ব্রহ্মরূপ ধ্যানে,
ধীরে ধীরে প্রাণের টানে, দীপশিখা 'ফট' করে –
জ্বলবে আলো চমৎকার, অপরূপ রূপ তাঁহার,
দেখলে যাবে অন্ধকার, দেখ দেখ প্রাণ ভরে। ১৩৩ ॥

বাউলের সুর

আসমান বইয়া কথা কয়, জমিন বইয়া শুনে,
পানিত বইয়া ইনছাফ লয়, বাতাস বইয়া গণে।
খোদারে পইদিশ করি ; খোদা, না দেয় ধরা,
বানাইয়া আতসের ডিঙ্গি শূন্যে করে উড়া।
বুঝিয়া সবুজ কর পাইবে ঠিকানা।
কালেফে আলেফ বন্দী কেনরে বেফানা। ১৩৪ ॥

রাগিণী ইমন – তাল যৎ।

আজি প্রভাতে কি আনন্দ, পেয়ে তব আশীর্ব্বাদ।
বৈষ্ণব রূপেতে বিষ্ণু দিলে কি অতুল প্রসাদ।
তুমি সত্য তুমি নিত্য নচ্চিদানন্দ অমৃত,
সঙ্কট ভয়হারী হরি, পূর্ণ কর এ সংবাদ।

আমি দাস তুমি প্রভু, বিকার রহিত বিভু,
কর কর্ত্তৃত্বে তোমার দিয়ে সতত আহ্লাদ।
কি আছে প্রার্থনা করি সদয় নিদয় হরি,
দয়াময় তুমি নাথ, সত্য তব কুসংবাদ।
শিরোধার্য্য আশীর্ব্বাদ, প্রভু হে বিবেক নাথ,
কলঙ্ক হীন শশাঙ্ক, হৃদয়ে পরমাহ্লাদ। ১৩৫ ॥
রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।
আমারে দেখিয়ে যদি, আমি না শিখিতে পারি,
কে আর শিখাবে বল, কে হেন শকতি ধারী।
আমাতে আমার সব, ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব সম্ভব,
আমার খেলা খেলাই আমি, কিবা দিবা বিভাবরী।
আ দ মধ্য অন্ত হেরি, আমরি রূপ মাদুরী,
আমায় দেখি আমায় থাকি আমায় শিখি আমি করি।
আমার হইয়ে মন সৃষ্টি করে ত্রিভুবন,
কত ভাঙ্গে কত গড়ে, কতই করে কারিকুরি।
আমি বিশ্ব ইতিহাস, আমাতে বিশ্ব বিকাশ,
যত সৃষ্টি স্থিতি লয়, আমি যে মূল তাঁহারি।
আমি আমার গুরু শিষ্য, আমাতে গ্রথিত বিশ্ব,
আমি আমার শিক্ষা দীক্ষা, কর্ত্তা কর্ম কর্ম্মচারী। ১৩৬ ॥

রাগিণী বসন্তবাহার – তাল ঝাঁপ।

এ ক্ষুদ্র আঁধারে, জ্ঞান বিচারে, কে বুঝে তোমারে।
তুমি মহান অনন্ত, লীলা নিত্যময় সংসারে।
কটাক্ষেতে হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয়, সাকার নিরাকারে।
নিত্য হতে লীলা সদা আত্ম ভোলা, তুমি আমি দু'টি তারে।

কটাক্ষে অক্ষি গোলক, প্রকাশে প্রেম পুলক,
বিকাশিত সে আলোক গোলক ভেতরে।
নিত্যলীলা, লীলা নিত্য, বুঝিতে নিগুঢ় তত্ব ;
অনুরাগে হয়ে মত্ত, ঝাঁপিনু প্রেমসাগরে। ১৩৭ ॥

রাগিণী পিলু – তাল ঠুংরী।

রেখা অঙ্ক বর্ণ চিহ্ন, সঙ্কেত বিলাস।
জ্যামিতে ভূগোল মিতি, তুমি, বিশ্ব ইতিহাস।
হগত চিত্ত কারণ, সাহিত্য ব্যাকরণ,
কাব্য অলঙ্কার ছন্দ, বিবিধ জ্যোতিঃ বিকাশ।
অজ্ঞান জ্ঞান কারণ, তুমি পদার্থ বিজ্ঞান,
আয়ূর্ব্বেদ রসায়ন, মানবের অভিলাষ।
স্মৃতি শ্রুতি বেদান্ত, রূপেতে তুমি অনন্ত,
ত্যেতিষ কল্প নিরুত্ত মীমাংসা পূর্ব্বভাস।
জীব হৃদয়ে সংস্থিতা, বুদ্ধিরূপ তুমি বিদ্যা,
ষোড়শী ভুবনারাধ্যা, নাহি কভু বৃদ্ধিহ্রাস
উদ্ভাবনী তুমি শক্তি, প্রতিভা পরম মুক্তি,
দুর্ব্বলের বল ভক্তি, উক্তি মনেরি উচ্ছ্বাস।
তুমি বিন্দু তুমি নাদ, অনন্ত পরমাহ্লাদ,
দাশের মনেতে সাধ, হইতে পূর্ণ বিকাশ। ১৩৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী।

চিন্‌তেম যায়, না চিনে তায়, স্বভাবের অভাবেতে
হাহুতাশে মরছি কেবল ঘুরে ঘুরে দিনে রেতে
বিগ ভ্রমে দিক ভুলে গিয়ে আছি ভুলে মাতাল হয়ে।

পরিচয় অপরিচয়ে ঘুরতে আছি ঘোর বায়ুতে।
জ্ঞানাঞ্জনে আঁখির নেশা, অমনি হয় সে দিশা,
হলে পরে মাজাঘনা স ধু সঙ্গ নাম জপেতে।
ফুটলে আলো ছুটে আঁধার, প্রাণে ভাসে প্রতিমা তাঁর,
যথায় আমি তথায় তুমি, আমি তুমি মিলনেতে। ১৩৯ ॥

রাগিণী আশোয়ারী টোরী – তাল ঝাঁপ।

আমি আবিদেশীর বেশে,
এসে কি ভেসে যাব তোদের দেশে ?
ভালো নয় দেশের ধারা আপন পর ভাবে তারা
দেখে যদি পথ হারা, গাল ভরা হাসে।
প্রেয়সীর প্রেমে বাঁধা, পৃষ্ঠে বোঝা যেমন গাধা,
ভুতের বেগার খাটে সদা, মরি আফশোষে।
গরু বাছুর থাল ঘটি, জমি জামা বসতবাটী,
করে তারা পরিপাটী, মাটি হয় শেষে।
দেখিয়ে দেশের ধরণ, ভেবে কয় মনোমোহন,
বিদেশী যেন কখন হেথা না আসে। ১৪০ ॥